NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

তৃণমূল প্রার্থীকে সমর্থনের অপরাধে দুষ্কৃতী হামলা ৬

কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৩ ৩১ শ্রাবণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.8.2023, Vol.17, Issue No.67, 8 Pages, Price 3.00

আজ ঝটিকা সফরে শহরে রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ কয়েক ঘণ্টার ঝটিকা সফরে রাজ্যে আসছেন। কলকাতা রাজভবন এবং গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্সের দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাঁর এই সফর। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১০টা ১৫ নাগাদ বিশেষ বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সেখান থেকে সরাসরি তিনি চলে যাবেন রাজভবনে। সেখানে 'ব্রহ্মা কুমারি'-এর উদ্যোগে কলকাতায় নেশা মুক্তি অভিযানের সূচনা করবেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজ সেরে দুপুর একটা ১৫ মিনিট নাগাদ গার্ডেনরিচে শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতির হাত দিয়ে ভারতীয় নৌসেনার অত্যাধুনিক রণতরী 'বিন্ধ্যগিরি'র যাত্রা শুরু হবে। দুপুর ১টা ৪০ থেকে ৩টে ১০ মিনিট পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন দ্রৌপদী মর্মু। সেখান থেকে ফিরে আসবেন রাজভবনে। তারপর বিকেলে সেখান থেকেই আবার নয়াদিল্লি ফিরবেন তিনি।

মৃত ছাত্রের পরিবারের পাশে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল, দাবি ফাঁসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুতে তোলপাড় রাজ্য। মৃত ছাত্রের বাবাকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এবার রানাঘাটে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন তাঁরা। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজাদের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সরকারের উপর আস্থা রাখলেন মৃত ছাত্রের বাবা। জানালেন, দ্রুত তদন্ত করছে প্রশাসন। ৯ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। এরা প্রত্যেকেই জড়িত। এদিন রানাঘাটের বগুলা গ্রামে মামার বাড়িতে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা ও তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষও। ছাত্রের বাবার সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপরই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সরকার ও দল পরিবারের পাশে আছে। যাদবপুরে নৈরাজ্য চলছে। হনুরাজ চলছে। এটা বন্ধ করতে হবে।' তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি রাজ্যপালকেও একহাত নেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপাল যা ইচ্ছে করতে পারেন না। সন্তানহারাদের কথা ভেবে অন্তত মানবিক হোক রাজ্যপাল।'

যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত আরও ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে আরও ৬ পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় অব্যাহত ধরপাকড়। সৌরভ-দীপশেখর-মনোতোষের পর আরও ছ'জনকে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর পাকড়াও করা হয় বলে যাদবপুর থানা সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ আরিফ (১৮)। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, মহম্মদ আসিফ আফজল আনসারি (২২)। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া। গ্রেপ্তার হয়েছে অঙ্কন সরকার (২০) তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছেন অসিত সর্দার নামে একজন প্রাক্তন পড়ুয়া, রয়েছেন সুমন নস্কর ও সপ্তক ক্যামিলা নামের প্রাক্তন পড়ুয়া। এখনও নজরে আরও অনেকে। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ গোটা বিষয়টি জানার জন্য বিভিন্ন পড়ুয়ার বয়ান রেকর্ড আগেই করেছিল। সূত্রের খবর, সেই সকল বয়ানের সঙ্গে ধৃত চার জনের বয়ানের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদের মধ্যে মহম্মদ আরিফ দাবি করেছিলেন, ঘটনার দিন প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়াকে তিনি বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হাত ছাড়িয়েই সে ঝাঁপ মারে হস্টেল থেকে। ধৃত আরিফ কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুধু আরিফ নয়, বাকিদের বয়ানেও মিলেছে অসঙ্গতি। শুধু তাই নয়, ওই দিনের ঘটনার পর কেন হঠাৎ করে জিবি মিটিং ডাকা হল বা পুলিশের ঢোকা আটকাতে গেট আটকানো হল, এই সব বক্তব্যের মধ্যেই অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। সেই কারণে এদের আটক প্রথমে আটক করে রাখা হয়।

এর আগে যাদবপুরের ঘটনায় সর্ব প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সৌরভ চৌধুরী। এরপর গ্রেপ্তার হন দীপশেখর দত্ত (১৯), মনোতোষ ঘোষ (২০) নামের দুই পড়ুয়া। এর মধ্যে মনোতোষের ঘরেই ওই প্রথম বর্ষের পড়ুয়া থাকত বলে খবর। এই কয়েকজন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির নজরে রয়েছেন গৌরব দাস ও অরিত্র মজুমদার নামের দুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া।

যাদবপুরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ করল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। বুধবার দুপুরে কমিশনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এসপি শান্তি দাস। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এসপি শান্তি দাস জানান,'আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা সম্পর্কে ওঁদের বক্তব্য শুনেছি। এ বার আমরা নিজেদের মতো করে কাজ করব। আরও বেশ কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলার পর রিপোর্ট তৈরি করব।' তবে একইসঙ্গে তিনি এও জানান, তাঁরা যে যে তথ্য চেয়েছিলেন, তার সবগুলি পাননি। সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী র‍্যাগিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি পালন হয়েছে কি না, ওই ঘটনায় যা যা করণীয়, তা করেছেন কি না, সে সবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের তরফ থেকে।

রেজিস্ট্রার এবং ডিনকে তলব লালবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আগেই। এরপর বুধবার বেলা ৩টেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় এবং রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে সময় তলব করা হয় লালবাজারে। লালবাজারে জয়েন্ট সিপি ক্রাইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলা হয় তাঁদের। সূত্রে খবর, তাঁদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যেমন, হস্টেলে সিসিটিভি নেই কেন বা রেজিস্টার ঠিকমতো মেইনটেইন হয় কি না এই সব ব্যাপারই জানতে চাওয়া হবে এঁদের কাছে। কারণ, ইতিমধ্যেই এই সব ইস্যুতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্নমহল থেকে। এদিকে সূত্রে খবর, লালবাজারে এদিন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু গেলেও ছাত্র বিক্ষোভের জেরে আটকা পড়েন ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়। অন্যদিকে বুধবার বিকেলে যাদবপুর কর্তৃপক্ষকে ডাকেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যাদবপুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'অন্ধকার থাকলে আলো নিশ্চয় আছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, খুব শীঘ্রই জানা যাবে।' আচার্য আরও বলেন, 'অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি, খুব শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে।' তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তলবের খবর প্রকাশ্যে আসে। শিক্ষামহল মনে করছে, এই তলবও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গে শিক্ষাবিদরা আশা করছেন খুব দ্রুতই যাদবপুরের উপাচার্যও নিয়োগ হতে পারে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দপ্তর অরবিন্দ ভবনের সামনে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন একাধিক বাম ছাত্র সংগঠন ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য সমর্থকরা। তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তাদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে। এমনকী তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের মহিলা সদস্যদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। যদিও এসএফআই, এআইডিএসও-র মতো বাম সংগঠনগুলি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে ধরনা কর্মসূচি ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। সেখান থেকে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের একটি দল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার উদ্দেশে যায়। সেই সময় সেখানে বাম ছাত্র সংগঠন গুলির ডাকে 'জেনারেল বডি' বা সাধারণ পরিষদের মিটিং চলছিল। দু'পক্ষের সমর্থকরা মুখোমুখি হতেই তাঁদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরবর্তী সময়ে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এই

ঘটনাকে ঘিরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের ভিতরে ঢুকেতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তোলা হয়। এমনকী একসময় ফ্লেক্স দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের পথ আটকানোর চেষ্টা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এখানে স্মারকলিপি জমা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু বাম সংগঠন ও এসএফআই আমাদের বাধা দিয়েছে। এরাই মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে। আমাদের মেয়েদের হেনস্থা করা হয়েছে, শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে তৃণাঙ্কুর এ প্রশ্নও তোলেন, 'ক্যাম্পাসে মদ-গাঁজা খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় পেয়েই কী আমাদের আটকানো হচ্ছে?' এদিনের এই ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'এঁরা মুখে বড় বড় কথা বলে। কিন্তু এখানে স্মারকলিপি জমা দিতে এসে আমাদের শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থাই করা হয়নি, আমার জামা ছিড়ে দেওয়া হয়েছে। এই শালীনতার কথা নিয়ে যাদবপুরের বাম-অতিবামরা প্রগতিশীলতার কথা বলে। আমি জানি না কেন এটা আমাদের বাধা দেওয়া হল। আমার ভাইয়ের মৃত্যু হল, ওঁরা চায় না দোষীরা বিচার পাক।' অন্যদিকে এআইডিএসও এবং এসএফআই-এর তরফ থেকে পাল্টা অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

লালকেল্লায় মোদির ভাষণে মহিলা ক্ষমতায়ন থেকে মণিপুর

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: মণিপুরে মা-বেটিদের উপর অত্যাচার চলছে। মঙ্গলবার ৭৭-তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করতে দিল্লির লালকেল্লায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তাঁর মুখে উঠে আসে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরের প্রসঙ্গ। তবে মণিপুরে বর্তমানে শান্তি ফিরছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

এদিন মণিপুর প্রসঙ্গে মোদি জানান, 'মণিপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে, তা দুঃখজনক। মণিপুরে মা-বেটিদের উপর অত্যাচার চলছে। তবে এখনে সেখানে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরেছে। গোটা দেশ মণিপুরের সঙ্গে আছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে সেই শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করবে। শান্তির মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।'

এদিকে মণিপুর হিংসা বেড়ে ওঠার পিছনে যে বিরোধীদের ভূমিকা রয়েছে, তা নিয়েও তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর

অভিযোগ, মণিপুরবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সেই মণিপুর প্রসঙ্গ ফিরল স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে। এদিন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মেনে নেন, মণিপুরের মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে সেই রাজ্য শান্তিও ফিরছে বলে জানান তিনি।

এদিন মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা উঠে এল মোদির মুখে। দেশজুড়ে ২ লক্ষ মহিলাকে লাখপতি করার জন্য 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের কথাও জানান তিনি। নারীশক্তির নেতৃত্বেই ভারত এগিয়ে যাবে বলে আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী। যেকোনও মূল্যেই ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এরই রেশ ধরে মোদি এও জানান, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহিলা পাইলট রয়েছে ভারতে। বিমানবাহিনী থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একটি অঙ্গ দুর্বল হলে পুরো শরীর দুর্বল হয়। তাই সমাজের সমস্ত স্তরকে উন্নীত করা চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারত গণতন্ত্রের জননী এবং বিবিধ বৈচিত্র্যের অধিকারী। দেশের যে কোনও জায়গায় কোনও ঘটনা ঘটলে ভারতের অন্য জায়গায় তার প্রভাব পড়ে। এমনকী বিশ্বের কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে সেই সমস্যা অনুভব করে ভারত।

মোদি এদিন এও জানান, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি নিয়ে আসা হচ্ছে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন দেবে ভারত সরকার। কৃষিকাজে ড্রোনের সাহায্য নিলে উন্নতি ঘটবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আপাততত ১৫ হাজার ড্রোন দেবে ভারত সরকার।

লালকেল্লার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আক্রমণ করেছেন রাজনৈতিক বিরোধীদের। তাতে হাতিয়ার করেছেন পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতিকে। স্বাভাবিকভাবেই এই শব্দগুলি তাঁর ভাষণে বেশি করে জায়গা পেয়েছে।

মঙ্গলবার রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রবল বৃষ্টিতে হিমাচলে ভাসল বহু বাড়ি

ধরমশালা, ১৬ অগস্ট: আরও ভয়ংকর পরিস্থিতি উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে। প্রবল বর্ষণে ধসে বিধ্বস্ত দুই রাজ্যের একাধিক এলাকা। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৬। আহত বহু। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে দেহ উদ্ধারের কাজ। ধসের জেরে বন্ধ বহু রাস্তা। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানান, গত ১৩ অগস্ট থেকে টানা বৃষ্টিতে জেরবার রাজ্য। এখনও পর্যন্ত সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন ৬০ জন। মঙ্গলবার তিনটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। যার মধ্যে একটি সিমলার এক মন্দিরের নিচে চাপা পড়েছিল। ওই মন্দিরের নিচে এখনও ১০ জনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাকি দুটি দেহ উদ্ধার হয়েছে ধসের স্তূপ থেকে। সিমলার কৃষ্ণনগর এলাকায় বৃষ্টির তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু বাড়ি। বুধবার পর্যন্ত সেখানকার সমস্ত স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনও আবহাওয়ার কোনও বদলের সম্ভাবনা নেই। একইরম বৃষ্টি চলবে। হিমাচল সরকার জানিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ঘরে ঘরে

বিদ্যুৎ ফেরানো হবে। পানীয় জল সরবরাহও স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতিও বেশ উদ্বেগজনক। আগামী চারদিন চলবে টানা বৃষ্টি বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। সোমবার প্রবল বর্ষণের জেরে উদ্ধারকাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তবে গতকাল থেকে ফের কাজে নেমেছে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

মোদির কাছে আরজি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং ভূমিধসে ভয়ংকর পরিস্থিতি হিমাচল প্রদেশে। নদীর জলস্তর বাড়ায় ভেসে গিয়েছে আস্ত সেতু, রাস্তা। বহু ঘর-বাড়ি, মন্দির ভেঙে পড়েছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৬। আহত বহু। এই অবস্থায় রাজ্যটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হল হিমাচল কংগ্রেস। তাদের আবেদন, হিমাচল প্রদেশকে দুর্যোগ-বিধ্বস্ত রাজ্য ঘোষণা করুন। দুর্যোগে কাবু রাজ্যের অবস্থা তুলে ধরেই কেন্দ্রের কাছে বিশেষ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি তথা হিমাচলের কংগ্রেস সাংসদ প্রতিভা বীরভদ্র সিং। তাঁর দাবি, 'প্রধানমন্ত্রীর উচিত হিমাচল প্রদেশকে দুর্যোগ-বিধ্বস্ত রাজ্য ঘোষণা করা। সেই মতো পুনরুজ্জীবিত করে তোলার কাজ শুরু করা।' কংগ্রেস সাংসদের আবেদন, অবিলম্বে হিমাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিক কেন্দ্র। যাতে করে এ রাজ্যের মানুষ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেন।

মহামেডান ক্লাবে সাহায্যের হাত মুখ্যমন্ত্রীর

গ্যালারি তৈরি করতে মিলবে ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার তিন বড় ক্লাবের বিপদে-আপদে বরাবর পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর দিয়েছেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের পর এবার মহামেডান ক্লাবের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'খেলা হবে দিবস' উপলক্ষে নব রূপে সজ্জিত মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবু ও ড্রেসিংরুমের উদ্বোধন করে তিনি মহামেডানের গ্যালারি গড়তে ৬০ লাখ টাকা সরকারি সাহায্যের ঘোষণা করলেন।

এরমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন, পরের বছরের মধ্যেই মহামেডানকেও আইএসএলে দেখতে চান। সেইজন্য তিনিও কিছু আর্থিক সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মহামেডান সমর্থকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা দিলেন, 'আগামী মরশুমেই আইএসএল খেলতে হবে। এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিন।'

ক্লাবের সমস্ত সদস্য সমর্থকদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এবং বণিক সভাগুলির সহযোগিতা চেয়ে তহবিল জোগাড় করার তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন,'আইএসএলে

কেন খেলবে না মহামেডান? ১ টাকা করে সমর্থকরা দিলেই হয়ে যাবে। দরকার পড়লে ওরিয়েন্টাল চেম্বার অফ কমার্সের সাহায্য চাইতে পারে মহামেডান। ওরা সংখ্যালঘুদের বহু কাজ করে।' সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ময়দানের ক্লাবগুলি সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার খেলাধুলার উন্নয়নে সব সময় উদ্যোগী। মোহামেডান ক্লাবকে এ পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি টাকা সাহায্য করা হয়েছে। একই রকমভাবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উন্নয়নের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের পাঁচ লক্ষের বেশি ক্লাবকে খেলাধুলার মান উন্নয়নের রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ক্রিকেটের মত ফুটবলের বাংলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। এজন্য স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কথা বলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, মোহামেডান ক্লাবের সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি এবং প্রতিবেশী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের কর্তারাও আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 11/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12427 নং এফিডেভিট বলে আমি Kabir Hazra ঘোষণা করিয়াছ যে, আমার পিতা Sankar Prasad Hazra ও S. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 24/04/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4046 নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeb Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছ যে, আমার পিতা Narayan Bhattacharjee ও N. C. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 16/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4324 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipendra Nath Ghosh ঘোষণা করিয়াছ যে, আমার পিতা Barindra Nath Ghosh ও Lt. B. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 16/08/23 নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 67 নং এফিডেভিট বলে Tapasi Sadhukhan ও Ganga Rani Sadhukhan W/o. Gangadhar Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

424861787 LICI পলিসিতে আমার নাম Ruhul Amin Sk আছে। গত ০১/০৮/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Rabiul Islam নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

427272506 LICI পলিসিতে আমার নাম Hasinur Rahaman Sekh আছে। গত ২৫/০৭/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Hasibul Sk নামে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

আমি Shampa Khatun (Aadhar No-5589-7989-4582) আমার মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার পিতার নাম MD.Jaynal Gaji হয়ে আছে। গত 11.8.2023 তারিখে 1st Cl. Ld. J.M. at Barasat Court-এর এফিডেভিটে আমার পিতা Joynal Gaji & MD.Jaynal Gaji (Aadhar No-7370-3627-1972) ঠিকানা-ঘূনী মোলাপাড়া উত্তরপাড়া মাঠ পোষ্ট-ঘূনী, থানা-ইকোপার্ক ডিস্ট্রিক্ট উঃ 24 পরগনা কলি-700157, একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

হারানো প্রাপ্তি

আমি সুবর্না কুন্ডু ২৪/১ পিলখানা রোড, বহরমপুর, গত ইং ৯/৮/২০২৩ আমার দুটো উইল পত্র উইল নং III/8/2015 এবং III/9/2015 আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়, এবং আমি ১০/৮/২০২৩ তারিখে জি ডি ই করি যাহার নং ৮১৩ উক্ত দলিল কেহ খুঁজিয়া পাইলে এই ফোন নং -এ যোগাযোগ করিবেন- 9474183483

NOTICE

IN THE 6TH COURT OF ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, PASCHIM MEDINIPUR

O.S. No. 18 OF 2021

Kaberi Biswas Das …. Petitioner

This is for the information of all concerned that Smt. Kaberi Biswas (Das), W/o Sri Pintu Das of Vill. Dhekia near Jhareswar Mandir, Malancha Road, Ward No. 10, P.O. - Nimpura, P.S. - Kharagpur(T), Dist. Paschim Medinipur, PIN - 721304 has filed the **O.S. No. 18/2021** in the 6th Court of Additional District Judge, Paschim Medinipur for **grant of probate of the Will Dt. 13.01.2012** left by her son, daughters and grandsons and granddaughters namely **Pabitra Biswas**, **Kaberi Biswas**, of Dhekia near Jhareswar Mandir, Malancha Road, Ward No. 10, P.O. Nimpura, P.S. - Kharagpur(T), Dist.- Paschim Medinipur & others. The next date of hearing of the case has been fixed on **21.09.2023.** If anvbody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

Schedule

Within District - Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (T) Mouza - Dhekia, J.L. No. - 135, Khatian No, - 522, Plot No. 550 (old), 550/749 (New), 323 (Present), Measuring- 14 Dec.

By Order
Lina Chowdhury
Sheristadar,
6th Court of Additional District Judge, Paschim Medinipore.

জনবিজ্ঞপ্তি

আমি, পুরানমল কাঙ্করিয়া, পিতার নাম প্রয়াত সায়র চাঁদ কাঙ্করিয়া, বয়স আনুঃ ৬১ বছর, ঠিকানা ২১/১ এবং ২১/২, রোজ ম্যারি লেন, ৭ম তল, হাওড়া (মিউনিসিপাল কর্পোরেশন), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ঃ ৭১১ ১০১, থানা গোলাবাড়ী, এতদ্বারা ৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের একটি এফিডেভিট দ্বারা লার্নেড মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সামনে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার এবং ঘোষণা করছি, যে আমার নাম পুরানমল কাঙ্করিয়া (আমার আধার কার্ড এবং ইনকাম ট্যাক্স প্যান কার্ডে যথা উল্লেখিত) এবং জেএসডব্লু স্টিল লিমিটেডের শেয়ার সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলকৃতভাবে পুরান জৈন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি বিবৃত করছি এবং উপস্থাপন করছি যে আধার কার্ড এবং ইনকাম ট্যাক্স প্যান কার্ডে পুরানমল কাঙ্করিয়া হিসাবে উল্লেখিত নামটি সঠিক। পুরানমল কাঙ্করিয়া এবং পুরান জৈন একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ। প্রতিপদ তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলের মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য প্রথম সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভিঃ) চুঁচুড়া, হুগলী

রেফাঃ ২০২২ সালের ২০৩ নং মোকর্দ্দমা

কল্পনা রায় দীং, ...বাদিনী

-বনাম-

অঞ্জন দাশগুপ্ত ...বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে - নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া অত্র বাদিনীগন উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে শ্রী অঞ্জন দাশগুপ্ত পিতা- মৃত অনিল কুমার দাশগুপ্ত সাং- ১২৯ গিরীশ ঘোষাল রোড, পোঃ গরিফা, থানা- নৈহাটী, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার নাম বরাবর দাখিল করিয়াছেন। তাহার নাম বরাবর সমন জারি করা হইলেও তাহা বেজারি হইয়া ফেরৎ আসিয়াছে । সে কারনে মহামান্য আদালতের নির্দেশ মোতাবেক অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমা লইয়া বিবাদী বা কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় জবাব দাখিল করিবেন। নতুবা অত্র মোকর্দ্দমা উপরোক্ত আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী করা হইবে।

'এ' তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, জে. এল. নং ২১, মৌজা হাঁসঘড়া, এল. আর. খতিয়ান নং ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৪, মগরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত আর এস ও এল. আর. দাগ নং ১১৯০, শ্রেণী শালি, জমির পরিমান ১ একর ১১ শতক।

'এ-ওয়ান' তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, জে. এল. নং ২১, মৌজা হাঁসঘড়া, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৪১, মগরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত আর.এস. ও এল. আর দাগ নং ১১৯০, শ্রেণী শালি, জমির পরিমান ২৬.৭৫ শতক।

'এ-টু' তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- মগরা, জে. এল. নং ২১, মৌজা হাঁসঘড়া, এল. আর. খতিয়ান নং ১৭৪৪, মগরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত আর. এস ও এল. আর. দাগ. নং ১১৯০, শ্রেণী- শালি, জমির পরিমান ৫৪ শতক।

বাদিনীর তরফে
নিযুক্তিয় উকিলবাবু
শ্রী শিশির সাহা
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
হুগলী। ফোন নং-৯৮৩১১৪৯২৬১

আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ (সিনিঃ ডিভি ঃ)
চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম-কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট এন্ড সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ১ম আদালত

সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস নং- ৫৬/২০১৮

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, গিতা মন্ডল, স্বামী- মৃত দুলাল মন্ডল, সাং- কাদাঘাটা, পোঃ মহেশপুর, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা-নদীয়া এর ত্যক্ত ২,৩০,৯৮০/- টাকা (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার নয় শত আশি) টাকা বাবদ উপরোক্ত নম্বর সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস দাখিল করিয়াছেন। নরহরি মন্ডল, পিতা- দুলাল মন্ডল গত ইংরাজী ০২-০৪-২০১৮ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি / নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত মাননীয় আদালতে উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী অশোক পাল
সেরেস্তাদার
সিনিয়র ডিভিশন সিভিল জজ ১ম আদালত এন্ড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একশো দিনের টাকা না আসা পর্যন্ত 'খেলা হবে' চালিয়ে যাবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকায় কর্মহীন শ্রমিকদের কাজ দিতে 'খেলা হবে' নামে সমান্তরাল এক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যত দিন না কেন্দ্র ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে, ততদিন রাজ্য সরকারই নিজের খরচে খেলা হবে কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এবার খেলা হবে প্রকল্পের মাধ্যমে একশো দিনের কাজের কর্মহীন শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি প্রশাসনের শীর্ষমহল থেকে দ্রুত জবকার্ড থাকা শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক ভাবে তৈরি করতে সব দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। খেলা হবে প্রকল্পের রূপায়ণের রূপরেখা স্থির করতে সম্প্রতি মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী সমস্ত দপ্তরকে নিয়ে এক উচ্চ প্রযায়ের বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি এই মর্মে বিভাগীয় সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের ৫৬টি দপ্তরকেই খেলা হবে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই একশো দিনের বিকল্প কাজে ২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ জবকার্ডধারীকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৭কোটি ৩৮ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি করা গিয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি বাবদ রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করা হয়েছে প্রায় ১৬৮৭ কোটি টাকা । এরমধ্যে শুধুমাত্র পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির ৮৪৬৬টি প্রকল্পে ৪ কোটির কাছাকাছি জবকার্ডধারীকে কাজে লাগানো হয়েছে। তাঁদের মজুরি বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বৈঠকে প্রত্যেক দপ্তরকে জবকার্ডধারী শ্রমিকদের কাজে লাগানোর অগ্রগতি, আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সময় মতো এই সংক্রান্ত তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে তুলতে বলা হয়েছে। এদিকে সোমবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানেও একশো দিনের কাজের বারাদ্দ বন্ধ করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এপ্রসঙ্গে বলেন, 'বাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরির টাকা বন্ধ। একশো দিনের কাজের লোকেরা মাথায় ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে গিয়েছে। তাদের সাত হাজার কোটি টাকা দেয়নি। নিয়ম ছিল, ১৫ দিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে। কেন্দ্র কি একা টাকা দেয়? জিএসটি ব্যবস্থা চালুর পরে রাজ্যকে না দিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের ভাগের টাকা দিচ্ছে না। দিচ্ছে না ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকাও। প্রধানমন্ত্রীকে চার-পাঁচ বার দেখা করে বলেছি। মন্ত্রী, সাংসদদের দল গিয়েছে। কত বার বলতে হবে? কেন্দ্রীয় বাজেটে এ রাজ্যকে শূন্য দিয়েছে। একশো দিনের কাজে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ২৮ দিনের কাজের ব্যবস্থা করেছি নিজেদের টাকায়। আগামী দিন টাকা পুরোপুরি বন্ধ করলে, কর্মসূচি তৈরি করব। ছ'মাস পরে ওরা (কেন্দ্রে বিজেপি সরকার) থাকবে না।'

শুভেন্দুকে ব্যারাকপুরে নির্বাচনে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিজের কেন্দ্র ব্যারাকপুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার রাতে পানিহাটিতে ভারত মাতার পুজোয় এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, যেই চুক্তিতে ভাইপো ওনাকে নিয়েছিলেন। এক বছরের বেশি অতিক্রান্ত হবার পরও হয়তো ভাইপো সেই চুক্তি রাখতে পারেননি। তাই উনি বেসুরো কথাবার্তা বলছেন। শুভেন্দুর পাল্টা জবাবে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'উনি তো অনেক বড় নেতা। মাঝে মধ্যেই উনি বলেন যে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছি। ওনাকে এবার বলছি ব্যারাকপুরে এসে নির্বাচনে লড়ে দেখান। কতধানে কত চাল আমরা সেটা বুঝে নেব।' নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের কারন হিসেবে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সাফ বক্তব্য, লোডশেডিং করে গণনায় কারচুপি করে এবং এজেন্সি কাজে লাগিয়ে উনি মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছেন। সাংসদের জোরালো দাবি, এখনও তিনি এমপি। আগামীদিনেও তিনি এমপি থাকবেন।

বর্ষাবরণ উৎসব শ্যামনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বর্ষাকে স্বাগত জানাতে বুধবার শ্যামনগর আর্দশ পাড়া ক্লাব প্রাঙ্গনে বর্ষাবরণ উৎসবের আয়োজন করেছিল ক্রিয়েটিভ আর্ট এন্ড ক্রাফট ফাউন্ডেশন। গাছ বৃষ্টি আনতে সাহায্য করে থাকে। অথচ প্রকৃতির ভারসাম্যকারী সেই গাছকেই নির্বিচারে ছেদন হচ্ছে। বৃষ্টিপাত অনেক কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির শোভাবর্ধনে 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এই ব্রতকে সামনে রেখে বর্ষাবরণ উৎসবে মেতেছিলেন আর্ট শিল্পীরা। এদিন টবের ওপর বিভিন্ন ঘরানার নকশা আঁকেন শিল্পীরা। সেই টবের মধ্যে বসিয়ে রোপণ করার জন্য শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল চারাগাছ। ঠিকমতো সেই গাছের পরিচর্যা করে চার মাসের মধ্যে যারা ফুল ফোটাতে পারবেন তাঁদের পুরস্কৃত করবে এই ক্রিয়েটিভ আর্ট এন্ড ক্রাফট ফাউন্ডেশন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত রত্ন সম্মানে ভুষিত একাধারে কবি প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে উত্তর হাওড়ার কিংস রোড এবং জিটি রোডের সঙ্গমস্থলে স্থাপিত তার মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী স্মৃতির সম্পাদক উমেশ রাই, ডাঃ আনন্দ পান্ডে, অশোক সিং, সহ অন্যান্যরা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তিতে ফুল দিয়ে, তার রাজনৈতিক জীবনের ওপর আলোকপাত করা হয়।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার ব্যারাকপুর থানার মাঝিঘাট গঙ্গার ঘাট থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। এদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে আসা মানুষজন মৃতদেহটিকে ভাসতে দেখেন। খবর পেয়ে ব্যারাকপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। অন্য দিকে, এদিন বেলায় খড়দার আজমতলা মন্দির সন্নিহিত একটি পুকুর থেকে এক কিশোরের দেহ উদ্ধার করে রহড়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম যতীন কুর্মি (১৬)। তাঁর বাড়ি টিটাগড় থানার এস ভি পথ এলাকায়।

৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসে মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রোয় পালিত হল ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। এদিন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি সকালে মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আরপিএফ-এর প্যারেডও পরিদর্শন করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর গার্ডেনরিচে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস । দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। একইসঙ্গে রেল সুরক্ষা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড এবং ভারত স্কাউটস ও গাইডদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে জেনারেল ম্যানেজার সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

সুন্দরবনে ২০ হাজার ফলের গাছ বসাচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং ভাঙ্গন রোধে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। আয়লার পর থেকে নদীবাঁধ রক্ষা করতে কয়েক লক্ষ নারকেল, আম, কাঁঠাল,জামরুল, সবেদা গাছ সহ বিভিন্ন ফলের গাছ বসানো হয়েছে। এবছর ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফের ২০ হাজার ফলের গাছ বসানো শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে সংঘের সন্ন্যাসীদের হাতে আম, কাঁঠাল, লেবু সহ বিভিন্ন গাছ তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবর ফ্রেন্ডস ফোরাম ও লায়ন্স ক্লাব অফ সাউথ ক্যালকাটার উদ্যোগে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, এই কুড়ি হাজার গাছ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সংঘের যে শাখা গুলি রয়েছে তাদের মাধ্যমে এবং গ্রামবাসিন্দাদের মাধ্যমে রোপন করা হবে। আগামীদিনে আরও কয়েক লক্ষ গাছ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর অধীনে 'জাতির প্রথম, সর্বদা প্রথম' এই থিম নিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার ৭৭ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে দেশ। ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় ফেয়ারলি প্লেস-এর সদর দপ্তরে ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এদিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে আরপিএফ। অনুষ্ঠানে রেলের সব বিভাগের প্রধান, ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ইআরডব্লিউও), রেলওয়ে কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস পালন হল এসপ্ল্যানেড সংবাদপত্র বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। এদিনের সংগঠনের তরফ থেকে পতাকা উত্তোলন করেন উপাধ্যক্ষ শ্রীধর পাণ্ডে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সচিব মনোজ তিওয়ারি, নিমাই ঘোষ, অনুজ সিং, অরুণ রাওয়াত, অনিল সিং, হরেকৃষ্ণ মিশ্র, মঞ্জু লতা গুঁই, মহম্মদ মজিদ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ অগস্ট ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যুতে আচার্য রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন তৃণমূল নেতা। বুধবার রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র সুদীপ রাহা একটি জনস্বার্থ মামলা করেছেন। হস্টেল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি, রাজ্যপাল তথা আচার্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই মামলায়। প্রসঙ্গত, যাদবপুরের ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, তখন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণে। তাই এই ঘটনা আদতে তাঁরই ব্যর্থতা।

র‍্যাগিং-এর জেরেই ওই প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসছে। হস্টেলের একাধিক আবাসিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ঘটনায়। এই

নিয়ে আগেই একটি মামলা করেছেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দায়ের হল দ্বিতীয় মামলা। সুদীপ রাহার করা মামলায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কেন হস্টেলে কোনও সিসিটিভি ছিল না বা প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে একজন স্টুডেন্ট আর একজনকে র‍্যাগিং করছেন কীভাবে ? তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহার দাবি, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ড্রাগ নেওয়ার মতো অনৈতিক কাজকর্ম হচ্ছে বলেও অভিযোগ তৃণমূল নেতার। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে মামলায়। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে হাইকোর্টে। আদালত ও তৃণমূল সূত্রে খবর, এই মামলায় সওয়াল করবেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে, বুধবারই নদিয়ায় মৃত পড়ুয়ার বাড়িতে যাচ্ছে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিবারের পাশে আছে, সেই বার্তা দিতেই ওই দল যাচ্ছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

যাদবপুর কাণ্ডে নাম জড়াল সৈকত সিটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু নিয়ে তোলপাড় গোটা বাংলা। গ্রেপ্তার এখনও পর্যন্ত ৩ জন। ঘটনার নেপথ্যে যে র‍্যাগিং সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত তদন্তকারীরা। কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে ভাইরাল দুটি চ্যাটের স্ক্রিনশট। সেখানেই উঠেছে সৈকত সিট ও অরিত্র অন্ত বিহীনের (আলু) নাম। ভাইরাল চ্যাটে সৈকতকেই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বলে দাবি করা হয়েছে। এই সৈকত সিটের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। কোনও খোঁজ না পাওয়া গেলেও এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট হয়েছে তাঁর প্রোফাইল থেকে। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে।

এরই পাশাপাসি তিনি এও দাবি করেন, হোস্টেলে তিনি বেশ কয়েকমাস যাননি। এদিকে একবেরা ভিন্ন কথা বলছেন হোস্টেল সুপার। তিনি জানাচ্ছেন, সৈকত নিয়মিত হোস্টেলে থাকতেন। সুপার সৈকতের নাম জানতেন না। তদন্ত কমিটি ছবি দেখিয়ে ওকে চিহ্নিত করে। তবে সৈকত ফেসবুক পোস্টে

দাবি করেন, ‘গত দশ পনেরো দিন যাবত আমি যেখানে থাকি। সেই মেসেই আছি। যারা আমায় খুঁজে পাচ্ছেন না বলে সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করছেন, এমনকি তাদের কারও কারও সঙ্গে গত দু তিনদিনে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ও হয়েছে। শুধু ঘটনার দিন নয় গত বেশ কয়েক মাসেই হোস্টেলে গিয়ে ওঠা হয়নি।’

এরই পাশাপাশি যাদবপুরের ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন বলে ফেসবুক পোস্টে দাবি করেন সৈকত সিট। সঙ্গে এও জানান, ‘কয়েকদিন সোস্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ায় আমার নামে নানা অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে দু একটি কথা না বললেই নয়। এখন এই ঘটনার সঙ্গে আমাকে জোর করে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।’ তবে সৈকতের বক্তব্য, ‘এটা তর্জার সময় নয়। তদন্তে প্রকৃত দোষীরা চিহ্নিত হোক। এছাড়া এখনই বলার মতো প্রাসঙ্গিক কিছু থাকছে না। প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ নিতে গিয়েই সমাজমাধ্যমে জানাতে দেরি হল।’

প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনায় পড়ুয়াদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনায় ফেটসুর বিদায়ী চেয়ারপার্সন অরিত্র মজুমদারকেও দায়ী করেছেন অনেকে। তবে যাদবপুর ক্যাম্পাসে তিনি ‘আলু’ নামে অনেক বেশি পরিচিত বলেই জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে অরিত্র ওরফে আলু ৯ অগাস্টের সেই অভিশপ্ত রাতে হস্টেলে ছিলেন। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর নেতৃত্বেই কি এই ঘটনা কিনা তা নিয়েও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, হস্টেলে আহত রক্তাক্ত পড়ুয়াকে ফেলে জেনারেল বডি মিটিং করা হচ্ছিল কি না সে ব্যাপারেও।

ডিভিশন বেঞ্চে বড় ধাক্কা উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে বড় ধাক্কা খেলেন উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরা। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পার্শ্ব শিক্ষকের জন্য আলাদা পদ থাকে। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চের নয়া নির্দেশে, এই পদগুলির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরা। এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকদের প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শিক্ষকদের কোটার পদগুলিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দিয়েছিল। পরবর্তীতে একক বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় হাইকোর্টের উচ্চতর বেঞ্চে। এরপর বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দেয় একক বেঞ্চের নির্দেশ।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে ২০২২-এ এই সংক্রান্ত নির্দেশে বলা হয়েছিল, ২০২২ সালের প্রাথমিকের নিয়োগে প্যারা টিচার ক্যাটেগরির সুবিধা পাবেন উচ্চপ্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরাও। ফলে প্রাথমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যারা টিচার ক্যাটেগরির সুবিধা প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষক ও উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকরা উভয়েই পেয়ে যাচ্ছিলেন। এরপরই একক বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। বুধবার এই মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশকে খারিজ করে দিল ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ব্যাখ্যা, দুটি আলাদা প্রক্রিয়া, সেই কারণে আগের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিছুদিন আগেই একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কোন স্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কোন স্তরের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন, তা নিয়ে এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, কেবল ডিএলএড প্রশিক্ষিতরাই প্রাথমিকের শিক্ষাদান করতে পারবেন। বিএড প্রশিক্ষিতরা প্রাথমিকে শিক্ষাদান করতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশের পর এবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষক সংক্রান্ত এই নির্দেশে কার্যতই হতাশ উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্ব শিক্ষকেরা।

গ্রিন লাইন মেট্রোয় পরিষেবা মিলবে না ১৯ ও ২৬ অগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রোর পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ গ্রিন লাইন মেট্রোর সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চালু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যের লাইনে কাজ চলছে। তবে এই গ্রিন লাইনে সুরক্ষা খতিয়ে দেখার জন্য পরীক্ষা চালানো হবে আগামী দু'টি শনিবার ১৯ অগাস্ট এবং ২৬ অগাস্ট। সেই কারণে শিয়ালদহ থেকে গ্রিন লাইন মেট্রো পরিষেবা এই দু'দিন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এই দু'দিন শিয়ালদা-সেক্টর ফাইভ মেট্রো পরিষেবা মিলবে বলেই জানানো হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এবং শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর

পর্যন্ত এই করিডরে নিরাপত্তার ব্যাপার খতিয়ে দেখতে ইন্টারফেস এবং সিস্টেমের হার্ডওয়্যার উভয়ই খতিয়ে দেখা হবে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

এই প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে অনুরোধ জানান।

প্রাথমিকে ক্লার্ক পদ নিয়োগেও বেনিয়ম! আর্থিক জরিমানা প্রাক্তন চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সামনে আসছে একের পর অভিযোগ। এবার এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্লার্ক পদে নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ। ফলে সব দিক থেকে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। এবার অভিযোগ, নিয়োগের পরীক্ষা হলেও প্রকাশ হয়নি প্যানেল। আর সেই জন্যই দুজন প্রার্থী চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছেন। এই মামলায় পূর্ব বর্ধমানের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়। সূত্রের খ বর, এই দুই প্রার্থী আরটিআই করে জানতে পারেন, তাঁদের নাম ছিল প্যানেলে।

আদালত সূত্রে খবর, ২০১৫ সালে পূর্ব বর্ধমানে প্রাথমিকে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের পরীক্ষা দিয়েছিলেন দুই মামলাকারী। প্যানেল প্রকাশ না হওয়ায় তাঁর বুঝতে পারেননি যে তাঁদের চাকরি হয়েছে কি না। ফলাফল জানতে না পেরে ওই দুজন দুটি আরটিআই করেন। তাঁরা জানতে পারেন, প্যানেলের প্রথমেই নাম ছিল তাঁদের। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় চাকরি হয়নি। এরপর মামলা করেন তাঁরা। বুধবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের বেঞ্চে ছিল এই মামলার শুনানি। এই মামালার শুনানিতে কেন প্যানেল প্রকাশ করা হল না, সে ব্যাপারে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চেয়েছিল হাইকোর্ট। হলফনামাও দিতে বলা হয় প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে। এরপর যে হলফনামা প্রাক্তন চেয়ারম্যানের তরফ থেকে জমা দেওয়া হয় তা দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, নথিপত্র ঠিক না থাকায় প্যানেল প্রকাশ করা যায়নি। এরপরই তিনি নির্দেশ দেন, দুই মামলাকারীকে পাঁচ লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। টাকা দিতে না পারলে প্রাক্তন আধিকারিক অচিন্ত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আগামী ২৪ অগাস্ট রয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি। শুধু তাই নয়, অচিন্ত চক্রবর্তীর সম্পত্তির পরিমাণ কত, সেটাও হলফনামায় জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বকেয়া পেনশনের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া পেনশনের দাবিতে ফের আন্দোলনে ভাটপাড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। দেড় মাসের বকেয়া পেনশনের দাবিতে বুধবার দুপুরে চেয়ারপার্সনের কক্ষের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পেনশন ভোগীরা। কিন্তু ভাটপাড়া থানার পুলিশ চেয়ারপার্সনের কক্ষে প্রবেশের মূল গেটের অনেক আগেই আটকে দেয় পেনশন ভোগীদের। বাধ্য হয়ে পেনশন ভোগীরা পুরসভা কম্পাউন্ডে প্রায় ৩০ মিনিট বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারপর সাত জনের প্রতিনিধি দল চেয়ারপার্সনের সঙ্গে দেখা করেন। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কমল বিশ্বাস বলেন, ঠিকমতো পেনশন না মেলায় তারা

চিকিৎসা করাতে পারছেন না। প্রতিমাসে পুরসভায় এসে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হচ্ছে। কমল বাবু আরও বলেন, পেনশন বাবদ সরকার থেকে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মতন পুরসভায় পাঠানো হয়েছে। অথচ পুর কর্তৃপক্ষ সেই টাকা অন্যখাতে ব্যয় করছে। কমলবাবুর দাবি, জুন মাসের অর্ধেক এবং জুলাই মাসের পুরো পেনশনের টাকা বকেয়া রয়েছে । অবিলম্বে বকেয়া পেনশন না মিললে তারা ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানালেন পেনশন ভোগীরা। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের সাফাই, পুরসভার ফান্ড সংকট চলছে। তথাপি পেনশন আপডেট করার চেষ্টা চলছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বর্ষীয়ান বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। বুধবার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খ বর, তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এদিকে আলিমুদ্দিন সূত্রে খবর, আচমকা বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত চেক আপের জন্য কয়েকদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার সকালে বাড়িতেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সূর্যকান্ত মিশ্র নিজেও একজন চিকিৎসক। তিনি নিজেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। দলের তরফে তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আপাতত ভয়ের কোনও কারণ নেই বলে জানানো হয়েছে হাসপাতালের তরফে।

এর আগে ২০২১ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে সেই সময় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়নি তাঁকে। বাড়িতে থেকেই সুস্থ হয়েছিলেন বাম নেতা। তবে গত বছর বড়সড় দুর্ঘটনা কোনও ক্রমে এড়িয়েছিলেন সূর্যকান্ত। মৌলালির কাছে সিপিএমের মিছিল চলছিল। সেই সময় একটি গাড়ি সূর্যকান্ত মিশ্রের সামনে চলে এসেছিল। কোনওরকমে রক্ষা পান।

এদিকে সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

পড়ুয়া ও শিক্ষকদের গানে, কবিতায়, যোগাসনে ও বক্তৃতায় ৭৭-তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল কলকাতায় বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতার।

আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র মৃত্যু তদন্তে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র মৃত্যুর তদন্তে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের এর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ অর্থাৎ সিআইডি ও কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকদের নিয়ে সিট গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ ছিল কে জয়রামণের নেতৃত্বে তদন্ত হবে। তিনি তদন্তকারী অফিসার বেছে নেবেন। সিআইডি ও কলকাতা পুলিশের হোমি সাইড শাখার অফিসারদের সিটে নিয়োগ করতে হবে। তবে সিঙ্গেল বেঞ্চের এই নির্দেশকেই বুধবার খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চ। এক্ষেত্রে আদালতের পর্যবেক্ষণ, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া তদন্তকারী পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, রাজ্য দ্বিতীয়

ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, যতটা উদ্বিগ্ন তদন্তে নতুন সিট গঠন করায়। আদালত মনে করছে, খুব ব্যাতিক্রমী ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয় তদন্তকারীদের। অনেক সময় মামলাকারীর ভরসা বাড়াতেও এমন পদক্ষেপ করতে হয়।

একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সব দিক দিয়ে প্রথম প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। এখানে এডিজি-র উপরে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত অফিসারকে তদন্তে না রাখা বাঞ্ছনীয়। অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে আইনজীবীর কাজ আদালতকে সাহায্য করা, কোনও অফিসারকে নয়।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ১৪ অক্টোবর খড়গপুর আইআইটি-র হস্টেলের ঘর থেকে এক পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অসমের বাসিন্দা বিটেক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ফাইজানের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ ছিল, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যেরা। ফাইজান আত্মহত্যা করেছেন না কি তাঁকে খুন করা হয়েছে তার তদন্ত করার জন্য আদালতের নির্দেশে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। কমিটি আদালতে রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে জানানো হয়, ওই পড়ুয়ার মাথার পিছনের দিকে ভারী কোনও জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। আঘাতের ক্ষত চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল সেই রিপোর্টে।

ওই পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওঠে। পরিবারের তরফে দাবি করা হয় পুলিশ সুপার এবং প্রথম তদন্তকারী অফিসারের সহায়তায় প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা হতে পারে। এরপরেই নতুন কমিটি তৈরি করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার দিন ঠিক করে দেয় আদালত।

জামিনের আর্জি জানিয়ে আদালতে মানিক-পুত্রও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী জামিন পাওয়ার পর আদালতের দ্বারস্থ তাঁর ছেলেও। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য। এবার জামিনের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করলেন মানিক ভট্টাচার্যের ছেলে শৌভিক ভট্টাচার্যও। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ৩০ অগস্ট এই জামিনের আবেদনের মামলার শুনানি রয়েছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যকেও জামিনের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। গত ৭ অগাস্ট মানিকের স্ত্রীর জামিনের আর্জি মঞ্জুর করে হাইকোর্ট।

শতরূপার শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে কলকাতা হাইকোর্ট। এক লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মিলেছে। একইসঙ্গে শতরূপা ভট্টাচার্যের পাসপোর্টও জমা রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ জামিন মিললেও দেশের বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। উল্লেখ্য, গত ৭ অগাস্ট যখন হাইকোর্ট মানিক-জায়া শতরূপা ভট্টাচার্যকে জামিন দেয়, তখন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেছিলেন, মানিকের স্ত্রীকে আর হেপাজতে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না আদালত।

বিচারপতি সেদিন এও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে এও জানতে চান, মানিকের বিরুদ্ধে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, আর্থিক যোগসূত্রের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যও যে এই যাবতীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, সেটা কীভাবে প্রমাণ হচ্ছে তা নিয়ে। আর যদি এমন কোনও তথ্য তদন্তকারী সংস্থার হাতে থাকে, তাহলে কেন মানিকের স্ত্রীকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হয়নি, সেটাও জানতে চান তিনি।

প্রসঙ্গত, ইডি প্রথমে মানিকের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেনি। তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল। সেই সমনের প্রেক্ষিতে তিনি আদালতে গিয়েছিলেন আত্মসমর্পণ করতে। সেই সময় নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তারপর থেকে ইডির তরফে শতরূপাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়ে কোনও আবেদনও জানানো হয়নি, সেই কথাও উঠে এসেছিল মানিকের স্ত্রীর জামিন মামলার শুনানিতে।

সম্পাদকীয়

ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা ‘উপহার’ দিয়ে বাংলার কাছে কোন সাফল্য আশা করে দিল্লি

হাসি খারাপ কিছু নয়। রসিক মানুষ সহজে লোকপ্রিয়ও হয়ে ওঠেন। এই বিচারে নরেন্দ্র মোদিকে এগিয়েই রাখা যেত। কিন্তু তাঁকে এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না তাঁর সময়জ্ঞানের অভাবে। হাসি, হাস্যরস পরিবেশনের যে কিছু স্থান কাল আছে! সেই মাত্রাজ্ঞানের অভাব ঘটলে হাসি ও হাস্যরস আর নির্মল থাকে না, তখন সেসব নিষ্ঠুরই মনে হতে পারে। সংসদে দেশবাসীর মুখ হলেন সদস্যরা। মুখ খোলার ব্যাপারে সরকার পক্ষের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তাই মূলত বিরোধী সংসদ সদস্যরা দেশবাসীর হাজারো ব্যথা, যন্ত্রণা, অভাব, অভিযোগ ও প্রশ্ন নিয়ে সদনে হাজির হন। এসব ব্যাপারে দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া ও জবাব প্রত্যাশা করেন। কিন্তু সংসদকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদি নিঃসন্দেহে চ্যাম্পিয়ন। তিনমাসের বেশিকাল ধরে মণিপুর জ্বলছে, পরের পর দুঃসংবাদে ভারী হচ্ছে বাতাস। প্রতিটি সংবেদনশীল নাগরিক হাহুতাশ করছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, প্রতিকার চাইছেন। সব দেখেও নির্বিকার শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী! তাঁর পায়ের তলায় সর্ষে। তবু তাঁর যত দ্বিধা মণিপুর পরিদর্শনে যাওয়া নিয়ে। এহেন দেশনেতা যাতে মণিপুর ইস্যুতে সংসদে জবাবদিহি করতে বাধ্য হন তার জন্যই বাদল অধিবেশনে তিনদিনের অনাস্থা প্রস্তাব আনেন বিরোধীরা। কিন্তু সংখ্যার জোরে সরকার জিতে গেলেও সংসদ মারফত দেশকে হতাশই করেছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে যখন এই ভূমিকায় পাওয়া যায়, তখন তাঁর সরকারের কাছে আর কতটা দায়িত্বজ্ঞান প্রত্যাশা করা যায়? বিবেকহীন সরকারের অদক্ষতার জন্য সবচেয়ে বেশি ভুগছে বিরোধী সরকারের রাজ্যগুলি। তার মধ্যে সবার আগে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের নাম। এখন আর কোনও রাখঢাক নেই যে, পশ্চিমবঙ্গকে ভাতে মারার কৌশল নিয়েই চলেছে মোদি সরকার। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চলে তাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ দৃষ্টিকটুভাবে কমানো হয়েছে। আর আবাস যোজনা এবং মনরেগা (১০০ দিনের কাজের প্রকল্প) নিয়ে চলছে নিত্যনতুন খেলা। মনরেগায় টাকা দেওয়ার নাম নেই, কিন্তু আছে সেই ‘কাল্পনিক’ প্রকল্প ‘সফল’ রূপায়ণের জন্য একের পর এক ফরমান। একসময় বলা হল, নজরদারি চালাতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে এবং তৈরি করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। অতি সম্প্রতি তার সঙ্গে যোগ হল;তদারকি চালাতে হবে ড্রোন উড়িয়ে! অর্থাৎ সোশ্যাল অডিট, ইন্টারনাল অডিট, কমন রিভিউ মিশন, ন্যাশনাল লেভেল মনিটর্স এবং ন্যায়পালের সঙ্গে যোগ হল ড্রোন উড়ান! মোদি সরকারের নির্মম রসিকতা সিরিজের আপাতত এপিসোডের নাম ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এর শ্রীনগর অনুষ্ঠানে বাংলাকে আমন্ত্রণ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) সাফল্য তুলে ধরতে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সেখানে চলবে পাঁচদিনের অনুষ্ঠান। আর এখানেই প্রশ্ন, বাংলার প্রতিনিধি জম্মু ও কাশ্মীরের ওই অনুষ্ঠানে গিয়ে কী করবেন? এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলায় গরিব মানুষের জন্য ১১ লক্ষ পাকাবাড়ি তৈরির কথা ছিল। কিন্তু মোদি সরকার সেই টাকা দেয়নি। নবান্নের তরফে সবরকমে চেষ্টা করার পরেও দিল্লিওয়ালারা রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছেন। ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা ‘উপহার’ দিয়ে বাংলার কাছে কোন সাফল্য আশা করেন দিল্লির কর্তারা? পরিষ্কার যে, দেশের সামনে বাংলাকে অপদস্থ করতেই এই আমন্ত্রণ, এই অন্যায় আয়োজন। মানুষের স্বার্থে, মানবিক কারণেই এই সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মতলব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

জন্মদিন

আজকের দিন

সচিন

১৯৪১ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াই ভেনুগোপাল রেড্ডির জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সচিনের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর জন্মদিন।

ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই বলি - ‘জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন; একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম’।

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই অগ্রজদের সঙ্গে ‘হিন্দুমেলা’য় যেতে শুরু করেন। এই ‘হিন্দুমেলা’য় তখন জাতীয় ভাবের বক্তৃতা, জাতীয় সংগীত প্রভৃতির দ্বারা দেশবাসীর মনে স্বদেশ-প্রেমের অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করা হতো। এমনকি স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের আয়োজনও এই মেলাতে সর্বপ্রথম হয়েছিল। ১৮৭৫ সালে,‘হিন্দুমেলা’য় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ‘হিন্দুমেলা’র উপহার’ পাঠিত হয়। ‘হিন্দুমেলা’তেই সর্বপ্রথম ‘জাতীয় সংগীত’ রচিত ও গীত হয়েছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে’, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি’, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মিলে সব ভারত সন্তান’, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির ‘না জাগিলে সব ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগে না, জাগে না’, কবি মনোমোহন বসুর ‘দিনের দিন সবে দীন’ প্রভৃতি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত এই ‘হিন্দুমেলা’তেই গাওয়া হয়েছিল।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসু-রসভাপতিত্বে একটি ‘স্বাদেশিক সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখেছেনঃ তদ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্ মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপিখ। আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিলো উত্তেজনার আগুন পোহানোদ। এইরূপ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কিশোর জীবন অতিবাহিত হয়। ঘরে-বাইরে সর্বত্রজাতীয়ভাবের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। বাংলার আকাশে-বাতাসে তখন যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবের আগমনবার্তা রবীন্দ্রনাথ সেই বার্তা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির প্রথম যুগের কর্মী যতীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় তাঁর পত্নী শ্রীমতী শেফালিকা শেঠের লেখা ‘সঙ্গীতশাস্ত্র কণিকা’-র এক জায়গায় লিখেছেন... ‘স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় ৪৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সন্নিকস্থ মদন মিত্র লেন স্থিত ক্রীড়া প্রাঙ্গণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসংঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নব-রচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান’।

যতীন্দ্রনাথ ওই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলির উল্লেখ করে লিখেছেন, সেগুলি হল ১। ও আমার দেশের মাটি। ২। যদি তোর ডাক শুনে। ৩। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে। ৪। আপনি অবশ হলি ৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস। ৬। আমি ভয় করবো না। ৭। এবার তোর মরা গাঙে। ৮। নাই নাই ভয়। ৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত। ১০। আমরা সবাই রাজা। ১১। আমার সোনার বাংলা।

ওই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্যে ও কর্মে সর্বদা ‘আবেদন-নিবেদনের নীতি’র প্রতি ঘৃণা ও আত্মশক্তির সাধনার উপর জোর দিতেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বাল গঙ্গাধর তিলকের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরম্’ সঙ্গীতে সুরারোপ করে গান করেন। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরেই বন্দেমাতরম্ গীত হচ্ছে। যা আমাদের স্বাধীন দেশের জাতীয় স্তোত্র।*১৮৯৭ সালে নাটোরে এবং ১৮৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সেও তিনি যোগ দেন।

১৮৯৮ সালেই রাজদ্রোহের অভিযোগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ওই সরকারি আচরণের তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন এবং গ্রেপ্তারী মকদ্দমার ব্যয় চালাবার অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করেন। রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘কণ্ঠরোধ’ পাঠ করেন।

১৯০৪ সালের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা কলকাতার ‘শিবাজী উৎসব’। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির উদ্যোগে এই উৎসব পালিত হয়। এই শিবাজী উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ছত্রপতি শিবাজী মোগলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য এই শিবাজী উৎসবের পরিকল্পনা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের নেতা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘শিবাজী উৎসব’। শিবাজীর আদর্শই যে স্বাধীনতাকামী ভারতকে গ্রহণ করতে হবে, এই কবিতায় কবি তা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন।

১৯০৫ সালের জুন মাস। ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন এবং মুসলিম নেতাদের মধ্যে একটা মিটিং হল আসামে। মুসলিম নেতাদের একাংশ মনে করলেন, আলাদা রাষ্ট্র হলে, তাঁদের আত্মপরিচয় গতি পাবে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর*ভারতের ভাইসরয়*লর্ড কার্জনের*আদেশে ১ম*বঙ্গভঙ্গ - সম্পন্ন হয়। কার্জনের বক্তব্য ছিল, আসাম ও সিলেটে যেহেতু মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, তাই তা হিন্দু অধ্যুষিত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার থেকে আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নির্দেশ দিলেন বাংলা ভাগের। অগস্টে পাশ হল আইন। মানতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। আইন কার্যকরী হওয়ার কথা ছিল ১৬ অক্টোবর।

রবীন্দ্রনাথও এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আইনের প্রতিবাদে ডাক দিলেন রাখিবন্ধনের। সকলকে আহ্বান করলেন, হিন্দু-মুসলিম একতা বজায় রাখার জন্য পরস্পরের হাতে রাখি*বেঁধে দিতে। ভ্রাতৃত্বের, ঐক্যের আহ্বান ছিল সেটি। কলকাতা, ঢাকা, সিলেট থেকে সকলকে আহ্বান জানালেন রাখি বন্ধনে সামিল হতে। হিন্দুদের ‘ধর্মীয়’ একটি আচার হয়ে উঠল রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার। সেই থেকে রাখি আর কোনও ধর্মীয় উপচার হয়ে রইল না। হয়ে উঠল ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ রক্ষার সূত্র। তার পরে ক্রমশই জোরদার হতে থাকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আইন রদও হয়।

১৯০৭ এর আগস্টে ‘বন্দেমাতরম’ ইংরেজি দৈনিকে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ একটি রাজদ্রোহমূলক লেখা লিখে পুলিসের সমন পান এবং পরে জামিনে আদালত থেকে মুক্ত হন। সাথে সাথেই রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন , ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’ -

‘দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার’;

১৯১৯ সালের ১০ মার্চ বলবৎ করা হয় কুখ্যাত ‘রাওলাট অ্যাক্ট’। এমনই এক সময়ে নানা ঘটনা পরিক্রমায় পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ওই বছরের ১৩ এপ্রিল ডাকা হলো এক প্রতিবাদসভা। স্থান নগরীর বিরাট জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যান। সেদিন আবার ছিল পাঞ্জাবের অন্যতম বৃহৎ উৎসব বৈশাখীরও দিন।

আইনের ছলাকলা দেখিয়ে তখন পাঞ্জাবে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হলেও সাতসকালেই উদ্যান ভরে গেল উৎসাহী ক্রোধতপ্ত মানুষে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জেনারেল রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে মুহূর্তেই গুলি ছুটল প্রতিবাদী জনসমষ্টির দিকে। সরকারি হিসাবে মারা গেল ৩৭৯ জন কিন্তু ধারণা করা হয়, আসল সংখ্যা এর থেকেও ঢের ঢের বেশি। উৎসব-আনন্দের বৈশাখী মুহূর্তেই পরিণত হলো ‘খুনি বৈশাখীতে’। এর পেছনে পাঞ্জাবের দুঃশাসক গর্ভনর মাইকেল ও’ডায়ারের ভূমিকাও ছিল নৃশংস।

এ ঘটনা জেনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হন, ওই সময়ের দুশ্চিন্তা ও রাগের প্রকাশ দেখা যায় ২২ মে ১৯১৯ সালে কিশোরী রানু অধিকারীকে লেখা এক চিঠিতে ‘তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।...’ ২২ মে তারিখেই রবীন্দ্রনাথ আসেন কলকাতায়। মনের মধ্যে ক্ষোভ আগুনের মতো জ্বলছে, তা সত্ত্বেও বহিরঙ্গে নিজের কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু একটা সময়ের পর আর পারলেন না। কথাবার্তা কমে যায় ও লেখালেখি বন্ধ করে দেন। মুখে হাসি নেই। শরীরও ক্ষোভে-রাগে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় তাঁর মাথায় একটি প্রতিবাদের পরিকল্পনা আসে। অন্তরে বিপুল বেদনা ও রাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই দিনই সিদ্ধান্ত নেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটকে চিঠি লিখবেন। সারা রাত জেগে সেই ঐতিহাসিক চিঠির মুসাবিদা চলল। যখন ভোরের আলো ফুটছে, তখন লেখা শেষ হলো।

প্রশান্তকুমার মহলানবিশ সে সময় ছিলেন কবির কাছেই। ওই সময় কবি তাঁকে বলেছিলেন, ‘এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।’ ভোর শেষে সকাল হলে অ্যান্ডরুজ এলেন চিঠিটা নিতে। সেই সময় ঘটেছিল আরেক কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথের ক্রোধতপ্ত চিঠির ভাষা খানিক নরমসরম করা যায় নাকি, এমন প্রস্তাব ছিল অ্যান্ডরুজের। এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

নাইটহুড পরিত্যাগের এ চিঠি গোটা বাংলা তো বটেই, দেশজুড়েই আলোড়ন তুলল।

১৯২৪ এর অক্টোবরে কবিগুরু তখন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে। কলকাতা থেকে দিনু ঠাকুরের চিঠির মাধ্যমে জানতে পারলেন সরকার এক জঘন্য অর্ডিন্যান্স জারি করে বহু তরুণকে আটক করেছে। খবরটি পড়া মাত্রই রবি ঠাকুর লিখলেন ,

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলা দেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

পরবর্তীকালে এই কবিতা সম্পর্কে তৎকালীন গোয়েন্দা বড় কর্তা স্যার ডেভিড পেত্রি তাঁর সরকারি নোট এ লিখেছিলেন, The poem was written last December at Buenos Ayres. It alludes to the action taken under the Bengal ordinance– and is one of the latest indications we have of Tagoreós political view.

১৯২৯ সালে বিপ্লবী যতীন দাস (?,১৯২৪) লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশন করার পর জোর করে খাবার খাওয়ানোর সময় মারা যান। সে ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের বিচক্ষণতা ও বেদনার সুন্দর চিত্রটি এঁকেছেন শ্রী শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ‘শেষ পর্যন্ত যতীন দাসের মৃত্যু হল। এই সংবাদ যখন শান্তি নিকেতনে এসে পৌঁছল, সেইদিন গুরুদেব মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় ‘তপতী’ অভিনয়ের মহড়া বন্ধ না রাখার কথা হল। কিন্তু বহুবার তিনি পাঠের খেই হারাতে লাগলেন, বহুবার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহড়া বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন ‘সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ’ গানটি।

১৯৩৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে ‘নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী দিবস’ উপলক্ষে এই বাণী পাঠান

‘যাদের হাতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার শক্তি, দূরের থেকে তাদের কেবল এই কথাই জানাতে পারি যে শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা না করবার যে নিষ্ঠুর ভীরুতা ও অনৌদার্য আজ সভ্য আখ্যাধারী প্রায় সকল দেশেই পরিব্যাপ্ত তারই সংক্রামকতা যদি ভারত শাসনবিধিকে অধিকার করে থাকে, তাহলে পীড়িত বাংলাদেশে দুঃখ নিবেদন তাঁদের কাছে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই দুশ্চিকিৎস বধিরতাকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষণ বলে মনে করি নে। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। আমরা কেবল আজ নিপীড়িত বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমাদের একান্ত মনের বেদনা জানিয়ে রাষ্ট্রচালন কার্যে অবিলম্বে শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা করে থাকব’।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বছরের পর বছর জেলে আটক রাজবন্দীদের অন্তরের সীমাহীন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ‘... প্রথম জেলে ঢুকেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে। সেখানকার ৩নং জেলের ভিতরের দেওয়ালের নীচের দিকে এক জায়গায় লেখা দেখলাম

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

ভূপেন্দ্রকুমারের বইয়ে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর ও আরো অনেকে বিপ্লবীর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— একে একে এনে একখানি ভ্যানে তোলে। উপেনদা [উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়] টেনে টেনে বলেন ‘মনোরঞ্জন [মনোরঞ্জন গুপ্ত] তপতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থাদ খ! সকলে একচোট হাসলাম। মনোরঞ্জনদা ও অরুনদা তখন অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে একত্রে সারথী বলে সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন। কাগজখানার উপরে লেখা থাকত -

‘পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি’।

২৮ মে ১৯৪১। কবি একেবারেই শয্যাশায়ী। মিস্ ইলিয়ন রাথবোন নামে জনৈক পার্লামেন্ট সদস্যা অত্যন্ত অশালীন ও তীব্র ভাষায় ভারতের নিন্দা করে এক খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। এই চিঠির মূল উদ্দেশ্যই ছিল জওহরলাল নেহরুকে আক্রমণ। নেহরু তখন কারাগারে বন্দী। সংবাদপত্র মারফত কবির নজরে এল সেই চিঠি। দেশ ও জাতির হয়ে কে দেবে যোগ্য উত্তর? তীব্র অপমানে শেষবারের মতো জাগ্রত হল কবির কণ্ঠস্বর। কিন্তু মন চাইলেও শক্তি কোথায়? কী লিখতে হবে মুখে মুখে বলে দিলেন কৃষ্ণ কৃপালনিকে। রবীন্দ্রনাথের হয়ে প্রস্তুত করা সেই চিঠি দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ৫ জুন ১৯৪১। আমাদের স্মরণে আছে কিন্তু, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ অগস্ট) একেবারে দোরগোড়ায়। দীর্ঘ চিঠিটির অনুবাদ ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হল। কবি শুরু করলেন এইভাবে,

‘ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি। ... তাঁহার এই পত্র প্রধানত জওহরলালে উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস্ রাথবোনের দেশবাসীগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

‘মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুত ধৃষ্টতার সহিত, যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার দেশবাসীর অভীষ্ট সিদ্ধির কোনো সাহায্য হয় নাই। ‘ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও’ গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাহারা এই শিক্ষায় লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোনো ইউরোপীয় ভাষা সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি ‘শিক্ষাদান’ না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে।...’

এই চিঠি পড়ে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (৭ জুন) , ‘ইতিমধ্যে Miss Rathbone এর প্রগল্ভতার আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই মূক, অবমানিত, উৎপীড়িত দেশের আপনিই মুখপাত্র, কোটি কোটি ভারতবাসীর তরফ থেকে আপনিই বক্তা। আমাদের অপমানের তো অন্ত নেই, এরই মধ্যে আমাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার আপনার যে আজীবন সাধনা তা ব্যর্থ হবার নয়।’

১৯৪১ এ চূড়ান্ত অস্ত্রোপচারের মাত্র আধ ঘণ্টা আগে রানী মহলানবিশ লিখছেন ‘৩০ জুলাই, আজ সকালে কবির অপারেশন, তাই দুজনেই গিয়েছিলাম জোড়সাঁকোয়। আমরা ঘরে ঢুকে সামনে যেতেই বললেন, তকি হে প্রশান্ত, আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা কিদ? উনি বললেন, একটু যেন খবর ভালো। আজকের কাগজ তো পড়ে মনে হচ্ছে যে রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে। অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না। শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, তপারবে পারবে ওরাই পারবে। ভারি অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং, গোয়েরিং , এখন দেখুক গোয়েরিং, কি হয়। দুশমনরা!’

তারপর কয়েকদিন সামান্য কথা বললেন বটে, কিন্তু তার পরে শুধুই নিঃসাড়ে চেয়ে থাকা আর থেকে-থেকে দীর্ঘ জীবন ধরে অন্তরে পুঞ্জীভুত পাওয়া,না-পাওয়া আর আনন্দ-বিষাদের অভিঘাত জল হয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া , যাও স্তব্ধ হয়ে গেল রাখী পূর্ণিমার অবসানে ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮, বেলা ১২-১০ মিনিটে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ওই স্বদেশী যুগের ঊষায় জাতির ভাব ও চিন্তা পরিচালনার কাজে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বদেশবাসীকে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন অত শক্তি লাভ করেছিল, কাঁপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। তাই মহাবিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাই।

ঋণঃ
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ-চিন্মোহন সেহানবীশ।
বাইশে শ্রাবণ নির্মলকুমারী মহলানবিশ।
ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ - নেপাল মজুমদার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতির দায়িত্ব পেলেন দুই মাস্টার মশাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার সকালে হুগলি জেলা পরিষদের ৫৩ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন হুগলির চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনের পেক্ষাগৃহে। এদিন এই শপথ গ্রহণ করান হুগলির জেলা শাসক পি দিপ্পাপ্রিয়া। হুগলি জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পান মাস্টার মশাই রঞ্জন ধারা ও জেলা পরিষদের সহ সভাপতি দায়িত্ব পান আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মাস্টার মশাই কৃষ্ণচন্দ সাঁতরা। টানটান উত্তেজনার মধ্যে গঠিত হল হুগলি জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদটির জন্য একাধিক হেভিওয়েট দৌড়ে ছিলেন। শেষ

পর্যন্ত জেলার হেভিওয়েট নেতাদের দাপটে রঞ্জন ধারাতেই শিলমোহর পড়ে। যেহেতু হুগলি-চুঁচুড়া সাংগঠনিক জেলা থেকে সভাধিপতি হয়েছে সেই কারণেই সহ সভাধিপতি পদের দাবিদার হয় আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা। বিশেষ সূত্রে খবর, এরপরেই সহ সভাধিপতি হিসাবে আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার নাম ওঠে। সর্বসম্মতভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র সাতরার নামে শিলমোহর পড়ে, সহ সভাধিপতি সমস্ত স্থায়ী কমিটির মেম্বার হলেও জেলা পরিষদে সহ সভাপতির পদকে কোনও দিনই সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন দেখার কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা এই পদকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারেন? বুধবার বিকালে জেলা থেকে ফেরার পরেই আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও শহর তৃণমূলের উদ্যোগে কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরাকে নিয়ে আরামবাগ শহরে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা রাজনীতিতে সভাধিপতি রঞ্জন ধারার নাম জেলাজুড়ে কখনই সামনে আসেনি। তিনি বিগত ৩ বার জেলা পরিষদের সদস্য থাকলেও কখনই সামনে আসেননি। জানা গেছে, রঞ্জনবাবু পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মধ্যবিত্ত পরিবারের একেবারেই সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্থ। ২০০২ সাল থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। তার জেলা পরিষদ আসনটি অসীমা পাত্র, তপন দাশগুপ্ত ও তপন মজুমদারের বিধানসভা এলাকার কিছু অংশ নিয়ে তৈরি। এই হেভিওয়েট তিন নেতারই তিনি দীর্ঘদিনের প্রিয় পাত্র। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে মাস্টারমশাই জেলাতে কি উন্নয়ন করেন সেদিকে সকালেরই নজর থাকবে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বলছেন, জেলাতে নাকি রাস্তাঘাট করার বিশেষ কিছু নেই। সবই ঝাঁ চকচকে। পানীয় জলের কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আছে। যে দুটি জেলা পরিষদ বিজেপির দখলে গেছে সেখানেও সমান উন্নয়ন করবেন। এলাকা কার দখলে আছে তা দেখে রাজনীতি করে বিজেপি। অন্যদিকে, সহ সভাধিপতি হওয়ার পর কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতারা বলছেন, তিনি বিধায়ক থাকাকালীন যেভাবে এলাকায় উন্নয়ন করেছেন তিনি নতুন দায়িত্বে এসেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো সারা জেলাতেই উন্নয়নের কাজে সামিল হবেন।

সৎ ভাইকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: বাবার সম্পত্তির ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সৎ ভাইকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার দাদা। সাইকেল কিনে দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করে দাদা। ফেলে আসে পাটের জমিতে। শিয়ালে খুবলে খেল সেই দেহ। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত। অভিযুক্তকে নিয়ে সোমবার সকালে পাটের জমি থেকে বালকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল ওই বালক। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নওদা থানার আলমপুরে। মৃত বালকের নাম সাইন শেখ (১১)। অভিযুক্তের নাম মাইনূল শেখ। নওদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের মা অঞ্জনা বিবির অপহরণের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ মাইনুল শেখকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে আট দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সত্য ঘটনা সামনে এসেছে। বাবার সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাবে আশঙ্কা করেই সৎ ভাইকে খুন করেছে বলে অনুমান পুলিশ ও পরিবারের। মাস তিনেক আগে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে ছেড়ে এগারো বছরের ছেলেকে নিয়ে তৃতীয় পক্ষের স্বামীর ঘরে ওঠেন অঞ্জনা বিবি। আলমপুরের মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মুজিবর রহমানের স্ত্রী দুই সন্তান রেখে মারা যান বছর খানেক আগে। মাইনুল শেখ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যায়। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের খবর পেয়ে দিন দশেক আগে বাড়ি ফিরে আসে। অঞ্জনা বিবি বলেন, সোমবার ছেলেকে সাইকেল কিনে দেব বলে আমতলা বাজারে নিয়ে যায় মাইনুল। কিন্তু বিকেলে একাই ফিরে আসে। সাইনের কথা জিজ্ঞেস করায় অসংলগ্ন উত্তর দেয়। পরিবারের লোকজন রাতভর সাইনের খোঁজে তল্লাশি করে কোনও হদিশ পায় না। মঙ্গলবার সকালে অঞ্জনা বিবি মাইনুলের বিরুদ্ধে নওদা থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ মঙ্গলবারই বাড়ি থেকে মাইনুলকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার বহরমপুর আদালতে হাজির করা হলে বিচারক আট দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এরপর দফায় দফায় পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদে মাইনুল খুনের কথা স্বীকার করে।

SBI এসবিআই মির্জাপুর ব্রাঞ্চ (০৭১৪৫)
গ্রাম - মির্জাপুর, পো. গাঁকর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পিন - ৭৪২২২৭, পব, ইমেল - sbi.07145@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু **লোন এ/সি নং ৩০৭৬৯৫২১৮৫৬ (সুবিধার প্রকৃতি - সিসি)**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মহ. আকতার হোসেন,** পিতা লুতফল হক, গ্রাম - মাসুমনগর, পো. ঘোরসালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৯ **জামিনদাতা আমিরুল হক,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৩,৭৩,৫৪৮.৪১ টাকা (তেইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ আটচল্লিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** টাকা **১১.০৪.২০২৩** অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মির্জাপুর ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৩,৭৩,৫৪৮.৪১ টাকা (তেইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ আটচল্লিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** টাকা **১১.০৪.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ **১২.০৪.২০২৩** থেকে পরবর্তী শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

সম্পত্তির মালিক - মহ. আকতার হোসেন
আরএস খতিয়ান নং ৬০৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬৪২, প্লট নং ৬৬২, জেএল নং ১১১, মৌজা - উমরপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, উল্লেখ্য দলিল নং - ২০১১, তারিখ - ২৫.০৩.২০০৮ ঠিকানায় ৩ ডেসিমেল জমির সমুদয় অংশ সমন্বিত।
সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - মইনুল হকের সম্পত্তি, দক্ষিণে - মান্নান শেখের সম্পত্তি, পূর্বে - এনএইচ ৩৪, পশ্চিমে - হকফুল শেখের সম্পত্তি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১০.০৮.২০২৩
স্থান - মির্জাপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

केनरा बैंक Canara Bank A Govt. of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

প্রেমিসেস এবং এস্টেট সেকশন, সার্কেল অফিস
৬ষ্ঠ তল, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট,কলকাতা -১৬
ফোন : ০৩৩ ২২৮৩ ১৫০১/১৫২৪
ই-মেল : pecokol@canarabank.com

স্থপতিগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নিউ টাউন রাজারহাট, কলকাতায় আমাদের প্রস্তাবিত (নির্মীয়মান) ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন এর জন্য স্থাপত্য পরিষেবা

কানাড়া ব্যাঙ্ক নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতায় লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কাম হোস্টেল, ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ/অফিস এবং অডিটোরিয়ামের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব আর্কিটেকচার এর বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী প্রখ্যাত আর্কিটেকচারাল কনসালট্যান্ট এর প্রস্তাবিত পরিষেবা নিযুক্তির আহ্বান করছে। টেন্ডার ফর্ম আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট : **www.canarabank.com** এবং সিপিপি পোর্টাল : **www.eprocure.gov.in** থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ০৬.০৯.২০২৩ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
পরবর্তী যোগাযোগ, সংশোধনী এবং পরিবর্তন, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে। যেকোনও সুপারিশের জন্য যোগাযোগ ডাকদাতার আবেদন বাতিল হবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৮.২০২৩

স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, রুমা সুইটস বিল্ডিং
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিমবঙ্গ
মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GQ1148838

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা /সহ ঋণগ্রহীতা/ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. এর বকেয়া পরিমাণ জরিমানা সুদ এবং চার্জ ও শুল্ক আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাকে অবগত করা হচ্ছে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নং	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের তারিখ এবং দখলের ধরণ	সংরক্ষিত মূল্য বায়না জমা
১.	শ্রী রাজীব সাহা (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি শ্রাবণী সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২০৩৩৬৭৫১০০০০২৬২২	ক. ১৯.০৯.২০২২ খ. **১৮,৬৫,৩০৬ টাকা** (আঠারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো ছয় টাকা) টাকা ৩০.০৬.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	বন্ধকদত্ত সম্পদ (সম্পত্তির বিস্তারিত) রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১-৩২০৮/২০১৯(১-০২০৬-০৩২০৮/২০১৯), বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট ফ্ল্যাট নং বি, ৭ম তলে কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০১০ বর্গ ফুট দুই বেড রুম,এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক ব্যালকনি, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং জমির এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা,পরিষেবা ইত্যাদি এবং প্রকল্প/ভবনের ''অনিতা রেসিডেন্সি'' নির্মিত জমিস্থিত ১৪.২৫ ডেসিমেল কমবেশি , আরএস প্লট নং ১৬১১, এলআর প্লট নং ২৩৪৭, খতিয়ান ৪৪৩২ এলআর খতিয়ান নং ৩২২০ এবং ৩২২১, মৌজা- আরা, জেএল নং ৯১, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (সাবেক বর্ধমানের অংশ) মালনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , **চৌহদ্দি : উত্তরে** : শ্রী জীবন সোরেনের ভবন, **দক্ষিণ :** ১৬ চওড়া পঞ্চায়েত রোড,**পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ এবং শ্রী হরেন্দ্র নাথ মান্ডির ভবন, **পশ্চিম :** মাইকেল টুডু ওরফে হপান টুডুর ভবন সমন্বিত।	ক. ৩০.০১.২০২৩ খ. স্বত্ব দখলীকৃত	ক. ১৯,১৯,০০০ টাকা খ. ১,৯১,৯০০ টাকা

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩, স্থান : দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখা- ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ট তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১।
টেলিফোন: (০৩৩): 6608-6234 CIN : L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট: www.hdfcbank.com

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** (পূর্বতন এইচডিএফসি লিমিটেড) অনুমোদিত অফিসার (মাননীয় এনসিএলটি-মুম্বাই কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৩ **(এইচডিএফসি)** তারিখের আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত একত্রিতকরণের স্কিম দ্বারা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাথে একীভূত হয়েছে), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে উক্ত এক্ট এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারী এবং আইনী প্রতিনিধিদেরকে তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণগুলি সুদ সহ একত্রে প্রযোজ্য হারে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন, উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরিশোধের।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী (গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি (গণ) এর নাম	বকেয়া পাওনা	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) / সুরক্ষিত সম্পদ (গুলি)- এর বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী চন্দন লস্কর **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র লস্কর	৬,৮৯,৭৩৯/- টাকা ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী	১০.০৪.২০২৩	১১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল প্রায় ৫ এবং ৩/৪ শতক (০৩ কাঠা ০৮ ছটাক) (২৩৪.২০ বর্গ মিটার) যা মৃগালা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং- ১০২, তৌজি নং- ১৫৪, আরএস নং- ১৭৭৩, খতিয়ান নং- ১৯৭৯, দাগ নং- ১০৫ , গ্রাম- পূর্বাচল, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩৩১, সেইসঙ্গে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- সিএস প্লট নং- ১০৫৮ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৩ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে- ৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- সিএস প্লট নং- ১০৭৩ এর সম্পত্তি দ্বারা।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী মৃন্ময় চক্রবর্তী **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রী প্রণব চক্রবর্তী শ্রীমতী ডালিয়া দাস	২৭,৪৫,০৩০/- টাকা ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী	১০.০৪.২০২৩	১১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তি প্রায় ০২ কাঠা (১৩৩.৮৩ বর্গমিটার) পরিমাপের জমির প্লট, বালি মৌজায় অবস্থিত, যার জেএল নং- ১৪, আরএস দাগ নং- ১৬৬২৮(পি), খতিয়ান নং- ৩৮২১, বালি পৌরসভার ওয়ার্ড নং- ৭ এর সীমার মধ্যে, হোল্ডিং নম্বর .- ৫৮/৩, হাজরা পাড়া লেন, থানা- বালি, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০১,সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তার উপর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ (উক্ত সম্পত্তি)। উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- শ্রী সুরেশ চন্দ্র মণ্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে- শ্রী সনৎ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পশ্চিমে- শ্রী' বিরাজ মোহন দে-এর কমন প্যাসেজ ও সম্পত্তি দ্বারা।
৩.	ঋণগ্রহীতা: শ্রী' রঞ্জিত কুমার মুখার্জি **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী মায়া মুখার্জি	১৮,৯৫,৫৭৯/- টাকা ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী	১০.০৪.২০২৩	১১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট নং- এস৫, পরিমাপ প্রায় ৮০১ বর্গ ফুট। (৭৪.৪৪ বর্গমিটার), ৩য় তলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সেইসঙ্গে ১৩ বর্গ ফুট (১.২১ বর্গ মিটার) পরিমাপের একটি কমন টু হুইলার গ্যারেজ স্পেস এবং একটি চার চাকার গ্যারেজ স্পেস নং- ৫ পরিমাপ প্রায় ১৩০ বর্গফুট (১২.০৮ বর্গ মিটার), ''মধুবন অ্যাপার্টমেন্ট'' নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের প্রথমতলায় যা কমবেশি ০৭ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাণ জমির উপর নির্মিত, খর্দোবাহেরা মৌজায় অবস্থিত, যার জেএল নম্বর - ৬, আরএস দাগ নং- ১৯৩/৯৭৩, ১৯৪/৯৭৮, ১৯৫/৯৮৪, আরএস খতিয়ান নং- ৪৬১, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, এলআর দাগ নং- ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং- ২০২৯, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, হোল্ডিং নং- ৬/১, সমবায় পথ, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৪৬, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তার উপর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। উল্লিখিত সম্পত্তি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- নবগ্রাম সমবায় পথ, পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৪-৬ প্রশস্ত করিডোর এবং ফ্ল্যাট নম্বর- এস৬ এবং এস৪ দ্বারা।
৪.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী জয়ন্তী মজুমদার **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রী স্বপনিক মজুমদার মেসার্স জ্যোতি দ্য বুক পিউপিল	৫১,২৩,৭৪২/- টাকা ৩১.০৮.২০১৯ অনুযায়ী	১৬.১০.২০১৯	১৪.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট নং-এ-১, পরিমাপ প্রায় ১৬০০ বর্গ ফুট (১৪৮.৬৯)বর্গ মিটার), দ্বিতীয় তলায় পূর্ব উত্তরমুখী সেইসঙ্গে একটি গ্যারেজের স্থান যার নং- ৮, পরিমাপ প্রায় ১২৫ বর্গ ফুট (১১.৬১ বর্গ মিটার), যা প্রায় ১২ কাঠা ১৪ ছটাক ৪২ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত ভবনে, ইব্রাহিমপুর মৌজায় অবস্থিত, যার দাগ নং- ১০০, ১৮/৪২৯, খতিয়ান নং- ৮৭, ৯১, ৮৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ৯৩, প্রেমিসেস নং - ৩, যাদবপুর নর্থ রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক সারে এবং তার উপর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)।
৫.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী জয়ন্তী মজুমদার **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রী স্বপনিক মজুমদার মেসার্স জ্যোতি দ্য বুক পিউপিল	১,৯৯,৯৩,২৭৮/- টাকা ৩১.০৮.২০১৯ অনুযায়ী	১৬.১০.২০১৯	১৪.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল কমবেশি ০২ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল পরিমাপ প্রায় ২৯০০ বর্গফুট (২৬৯.৫১ বর্গমিটার) মোট (সুপার বিল্ট এলাকা) যা বদেরাইপুর মৌজায় অবস্থিত যার জেএল নং- ৩৪, ইপি নং- ৮২৫, এসপি নং- ৭১৩, সিএস প্লট নং- ৫৮৬ (পি), প্রেমিসেস নং- ৬৮বি/৩৪৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড (ডাক ঠিকানা বি/৭, বাঘাযতীন কলোনি), যাদবপুর, থানা যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৯২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও তার উপর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নরূপ নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- প্লট নং ইপি ৮১৭ দ্বারা, দক্ষিণে- কলোনি জমি দ্বারা, পূর্বে- ট্যাঙ্ক এবং কলোনি সীমানা দ্বারা, পশ্চিমে- ইপি নং ২৮৪ দ্বারা।
৬.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী জয়ন্তী মজুমদার **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রী স্বপনিক মজুমদার মেসার্স জ্যোতি দ্য বুক পিউপিল	৪০,২১,৭০৭/- টাকা ৩০.১১.২০১৯ অনুযায়ী	০৮.০১.২০২০	১৪.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট নং- ১, পরিমাপ প্রায়১২৭০ বর্গফুট (১১৮.০৩ বর্গ মিটার) , দ্বিতীয় তলায়, সেইসঙ্গে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ প্রায় ১২০ বর্গফুট উক্ত ''কল্পনা অ্যাপার্টমেন্ট'' নামক জি + ৪ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর প্রথম তলায়। মৌজা- রাজাপুর, জেএল নং- ২৩, স্কিম প্লট নং- ১৩/১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ১০২ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে কমবেশি ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক ২৩ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত, কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং- ১৭৮, সেন্ট্রাল পার্ক, থানা যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও তার উপর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)।

* প্রযোজ্য হিসাবে আরও অতিরিক্তসুদের সাথে পেমেন্ট এবং / অর্থাঙ্ক আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আনুষাঙ্গিক খরচ, মূল্য চার্জ ইত্যাদি।
যাইহোক যেহেতু এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ) বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ আইনগত উত্তরাধিকারী এবং /আইনি প্রতিনিধিকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, এখানে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে যে এইচডিএফসি-র অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত এ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এবং রুল ৪ -এর অর্পিত ক্ষমতাবলে উপরে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদ-এর ফিজিক্যাল দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ) যাদের নাম উপরে উল্লিখিত বিশেষভাবে তাদেরকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সাবধান করা হচ্ছে উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং সংশ্লিষ্ট ঐ স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে যদি কোনরূপ লেনদেন হয়, তবে তা হবে হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ-এর মর্টগেজের সাপেক্ষে।
সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার সময়সীমার ক্ষেত্রে এ্যাক্টের ধারা ১৩ এবং উপধারা (৮)-র প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অঙ্কিত পঞ্চনামার কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে কোন কাজের দিন স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে তাঁরা যেন তা সংগ্রহ করেন নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৮.২০২৩

হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেডের জন্য
স্বা/- আবির কুমার ভট্টাচার্য (অনুমোদিত অফিসার)

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোওয়ার পারেল (ওয়েস্ট) মুম্বাই - ৪০০০১৩

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট : আদ্যানাথ ঘোষ ঋণগ্রহীতা : শ্রী আদ্যানাথ ঘোষ** পিতা শ্রী মণিমোহন ঘোষ গ্রাম - গৌরাঙ্গপুর পো. নাঙ্গুলপাড়া থানা - খানাকুল, জেলা - হুগলি ৭১২৪০৬, প.ব. শাখা : আটঘড়া	১১.০৫.২০২৩ এবং ১০.০৮.২০২৩	**৭৭১৪০০ টাকা (সাত লাখ একাত্তর হাজার চারশো টাকা) ১১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি হারে ১২.০৫.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ।	রামমোহন ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মৌজা গৌরাঙ্গপুর, জেএল নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ১৭, এলআর দাগ নং ১২৯, থানা - খানাকুল, জেলা হুগলি অবস্থিত ৮.৫০ শতক কম বেশি পরিমাণ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খানাকুল উল্লেখ্য দলিল নং ২৮৬৮-২০১১ সালের তারিখ ১৩.০৭.২০১১, বুক নং আই, সিডি ভলিউম নং. ৮, পৃষ্ঠা ৪৪৮৪ থেকে ৪৫০০ আদ্যানাথ ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জয়দেব নাগের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মণিমোহন ঘোষের সম্পত্তি; **পূর্বে :** মাধবীলতা ঘোষের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ সমন্বিত।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

জোনাল অফিস : কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, ৩ এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৮, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
প্রধান কার্যালয় : 'লোকমঙ্গল', ১৫০১, শিবাজি নগর, পুনে - ৪১১ ০০৫

[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **৩০.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি পাপড়ি সাহা পিতা শ্রী নিবাস সাহা এবং শ্রী পঙ্কজ সাহা পিতা শ্রী পরিতোষ চন্দ্র সাহা **(ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৫৭,৮১২.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতান্ন হাজার আটশ বারো টাকা) টাকা দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। রেজিস্টার্ড এডি পোস্টে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র,** নিকট উপরি উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত সম্পত্তির নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বিবরণ : ফ্ল্যাট নং ডি-৩, ৫মতল, হোল্ডিং নং ৩৩, রবীন্দ্র সরণি, রানাঘাট পুরসভা অধীন, আরএস দাগ নং ১৫৩৬, ১৫৩৮/৫৫৭৩, ১৫৩৭/৫৫৭৪, এলআর দাগ নং ৪৯২০, ৪৯২২, ৪৯২৩, এলআর খতিয়ান নং ৮৯১২, ওয়ার্ড নং ৫, পো-থানা : রানাঘাট, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২০১, পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : সমর পোদ্দারের সম্পত্তি, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রবীন্দ্র সরণি, পশ্চিমে : সুজিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া ঢালাই চলার পথ সমন্বিত। ঋণগ্রহীতা শ্রী পাপড়ি সাহা, স্বামী শ্রী পঙ্কজ সাহা কর্তৃক বন্ধকদত্ত।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে, অনুমোদিত অফিসার

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড
CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন নং: ০৩৩-২৪৪৮৬০৬০, **ইমেল:** info@emkayconsultants.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬,৩৬,৩৬৩.৬৪	-	১১,৩৪,৩৬৪.৭০	২১,১৭,২৯৮.০০
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	-২,৮৩,৬৮১.৬৬	-৬৮,৮৯৬.০০	-১,৭৫,২০৯.৫৭	২৬,৩৪,৯৭৬.০০
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	-২,৮৩,৬৮১.৬৬	-৬৮,৮৯৬.০০	-১,৭৫,২০৯.৫৭	-৫,১৭,৬৭৮.০০
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	-২,৮৩,৬৮১.৬৬	-৬৮,৮৯৬.০০	-১,৭৫,২০৯.৫৭	-৫,১৭,৬৭৮.০০
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	-২,৮৩,৬৮১.৬৬	-৬৮,৮৯৬.০০	-১,৭৫,২০৯.৫৭	-৫,১৩,২৬৪.০০
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকার)	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০	৩০,০০৪,০০০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৯৫)	(০.০২৩)	(০.০৫৮)	(০.১৭১)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(০.০৯৫)	(০.০২৩)	(০.০৫৮)	(০.১৭১)
মিশ্রিত (টা.)	(০.০৯৫)	(০.০২৩)	(০.০৫৮)	(০.১৭১)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনার পর ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00506236

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৩

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চ
৮২, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ফোন - ০৩৩-২৪০০১২৯২/২৪০০৩০৪১ মেল : Newalipore.kolkata@bankofindia.co.in

সারফেসি আইন

পরিশিষ্ট -এ
ক্যুরিয়ার/রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি

প্রতি,
বিমল পাল,
পিতা শ্রীমন্ত পাল, প্রেমিসেস নং ১৩৭ ,কবি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ন্যাচরাল হাইট, ফ্ল্যাট নং ৬এ, ৭মতল, ব্লক নং ১০, থানা -রাজারহাট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ **(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)** এবং
দক্ষিণ ঝাপড়দা, নীলাঞ্জনা পার্ক, ডোমজুড়, হাওড়া, জেলা -হাওড়া-৭১১৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ **(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)**
সুমন আগরওয়ালা,
স্বামী শিব প্রকাশ আগরওয়াল,প্রেমিসেস নং ১৩৭ ,কবি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ন্যাচরাল হাইট, ফ্ল্যাট নং ৬এ, ৭মতল, ব্লক নং ১০, থানা -রাজারহাট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ **(সহ ঋণগ্রহীতা -বন্ধকদাতা)** এবং
৬১ বি এল সাহা রোড, টাওয়ার-৫, ফ্ল্যাট নং ১৩, সাউথ সিটি গার্ডেন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ **(সহ ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)**
মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **৯১, ১৪, ৩৯১.০০ টাকা।** আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

সুবিধার প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত সীমা	বকেয়া পরিমাণ
স্টার হোম লোন ৪০৪৫৭৫১১০০০০১৯২	৮১,১৪,৩৯১.০০ টাকা	**৮০,৭১,৩৯৭.২০ টাকা এবং ইউসিআই ৩০.০৬.২০২৩ থেকে**
স্টার পার্সোনাল লোন ৪০৪৫৬০২১০০০০১৬৪	১০,০০,০০০.০০ টাকা	**৯,৮৯,৭৫১.০০ টাকা এবং ইউসিআই ৩০.০৬.২০২৩ থেকে**
মোট	৯১,১৪,৩৯১.০০ টাকা	**৯০, ৬১, ১৪৮.২০ টাকা এবং ইউসিআই ৩০.০৬.২০২৩ থেকে**

ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদ দায়বদ্ধ বিশেষভাবে) :-

(ক) সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - কৈখালি, সিডি দাগ নং ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫১৫, ৫১৬, আরএস দাগ নং ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৬৫, ৫৬৬, খতিয়ান নং ৩৪৬, ৯, ৩৫৬, ৩৬৩, ২২৯ ,জেএল নং ৫, তৌজি নং ১৭২, থানা - রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর অধীন, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন ঠিকানায় '' ন্যাচরাল হাইট'' কমপ্লেক্স, ১৩৭ কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ওয়ার্ড নং ১৩, কলকাতা -৭০০০৫২,ফ্ল্যাট নং ৬এ, ৭মতলে, ব্লক নং ১০, জি-৫ ভবনে পরিমাণ ১৩৯২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩বেড রুম, ২ টয়লেট, এক কিচেন, এক বাথরুম এবং এক ডাইনিং তথা লিভিং রুম সমন্বিত ন্যাচরাল হাইট ফেজ ১ ভবনে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সীমা পাঁচিল, **দক্ষিণে :** টাওয়ার ৩, **পূর্বে :** সীমা পাঁচিল, **পশ্চিমে :** টাওয়ার ১ সমন্বিত।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফাঁকা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৬বি, **পূর্বে :** ফাঁকা জায়গা, **পশ্চিমে** : সিঁড়ি এংব ফ্ল্যাট নং ৬সি, ৬ডি সমন্বিত।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২৯.০৭.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।
৪. উক্ত কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের উদ্দেশে নোটিশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতার দরুন সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **৯০, ৬১, ১৪৮.২০ টাকা এবং ইউসিআই ৩০.০৬.২০২৩ থেকে (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) বকেয়া অবশিষ্ট পরবর্তী সুদ ৮.৯ শতাংশ হারে বার্ষিক (স্টার হোম লোন)** এবং ৯ শতাংশ হারে বার্ষিক (স্টার পার্সোনাল লোন) পুঞ্জিভূত মাসিক অন্তর এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্কের নিকট নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার সংস্থান অধীনে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৭.২০২৩

জাতীয় পতাকা সংরক্ষণ করল বেলদার স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ১৫ অগস্ট ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব সংগঠনগুলিতে। স্বাধীনতা দিবস পালনের পর জাতীয় পতাকা সংরক্ষণ কর্মসূচি নিয়েছিল বেলদার বড়মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্বাধীনতা দিবস পালনের পর যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায় জাতীয় পতাকা। দেশের জাতীয় সম্মাননা রক্ষা করতে বুধবার তারা জাতীয় পতাকা সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যত্রতত্র পড়ে থাকা জাতীয় পতাকাগুলি তুলে এনে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকেরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে র‍্যালির মাধ্যমে একটি সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি করেন। এই সচেতনতামূলক র‍্যালিটি শুধুমাত্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ নয় বিদ্যালয়ের আশেপাশের সমস্ত এলাকা পরিক্রমা করে।

নতুন সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি এবং নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের তৃতীয় পরিচালন সমিতির সদস্যদের শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি এবং নবনির্বাচিত পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের তৃতীয় পরিচালন সমিতির সদস্য ও সদস্যাবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আসানসোল জেলা পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বর্ধমানের নতুন জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন বিশ্বনাথ বাউরি এবং সহ-সভাপতি বিষ্ণুদেব নুনিয়া।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ, ডিপিআরডিও তমজিত চক্রবর্তী, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোলের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি সুভদ্রা বাউড়িসহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন আধিকারিকগণ। জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ পশ্চিম বর্ধমান সাধারণ মানুষের প্রতি বার্তা দেন, তিনি আশা রাখেন জেলা পরিষদের প্রত্যেকটি সদস্য সহ সভাধিপতি সাধারণ মানুষের প্রতি সমস্ত কাজ উজার করে দেবেন। কাঁকসা জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থীরা ছিলেন বুড়ি টুডু, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সমীর বিশ্বাস। রানিগঞ্জ বিধানসভার কালো বরণ মণ্ডল, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দেব নুনিয়া। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা অনুভা চক্রবর্তী, সুনিতি মণ্ডল, সুজিত মুখোপাধ্যায়, চুমকি মুখোপাধ্যায়। জামুরিয়া বিধানসভার পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিফা কাজি। বারাবনি বিধানসভা, এমডি আরমান, বেবি মণ্ডল, মালা বাউড়ি, পূজা মাড্ডি রানিগঞ্জ ব্লকের স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ বাউড়ি।

যাদবপুর কাণ্ডে রেজিস্ট্রার এবং ডিন অফ স্টুডেন্টকে আগেই তলব করা উচিত ছিল : ড. সুভাষ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যাদবপুর কাণ্ডে রেজিস্ট্রার এবং ডিন অফ স্টুডেন্টকে আরও আগেই করা তলব উচিত ছিল বলে মন্তব্য করলেন বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুভাষ সরকার। বুধবার বাঁকুড়া ১নং নম্বর ব্লকের ধলডাঙা মোড়ে, 'আমার দেশ আমার মাটি' নামে একটি কর্মসূচিতে এসে এহেন মন্তব্য করেন তিনি। 'আমার দেশ আমার মাটি' কর্মসূচি অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ব্লকের সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করে ব্লক অফিসে রাখা হবে এবং দেশের সেই আট হাজার ব্লক থেকে গাছ এবং কলস দিল্লী নিয়ে যাওয়া হবে।

এদিনের এই কর্মসূচিতে যোগদান করার পর তাঁকে যাদবপুর কাণ্ডের জেরে রেজিস্ট্রার এবং ডিন অফ স্টুডেন্টকে তলব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, 'এই তলব আরও আগেই করা উচিত ছিল।' তিনি এও বলেন, 'তলব করা মানেই তাঁরা দোষী এমনটাও নয়।' আরও ছয় ছাত্রের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, আরও দ্রুত গ্রেপ্তার হওয়া দরকার।' রাজ্যপালের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তলব প্রসঙ্গেও এদিন তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের অধিকার আছে তাঁদের তলব করার।' শেষে তিনি এও জানান, শিক্ষা যেহেতু রাজ্য এবং কেন্দ্রের যৌথ বিষয়, তাই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়েই তিনি যাদবপুরে যাবেন।

প্রসঙ্গত, যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম হয়েছে সারা রাজ্য। এরই মধ্যে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই পরিস্থিতিতে যাদবপুর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

যাদবপুর কাণ্ডের জের

বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধের দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় আতঙ্কিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে বহিরাগত ছাত্রদের আনাগোনায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বলে দাবি। অতি শীঘ্রই ওই বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হস্টেলে প্রবেশে নিষেধের দাবিতে বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটিতে রেজিস্ট্রারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলেন বর্ধমান জেলার ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআইয়ের সদস্যরা। স্মারকলিপি প্রধানের পর ছাত্রছাত্রীরা দাবি করেন, সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই সমস্ত দাবি জানিয়ে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ কিছু বহিরাগত ছাত্র আনাগোনা ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় মদ্যপান সহ একাধিক ঘটে চলা অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানানো হয়। তাঁরা জানান, বহিরাগত মুক্ত ছাত্রাবাস তৈরি করে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে সুস্থ পড়াশোনার মান উন্নত করার দাবি নিয়ে এদিন তাঁরা ডেপুটেশন দিয়েছেন।

তাঁরা আরও দাবি করেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক কলেজের হস্টেল রয়েছে। বেশিরভাগই ছাত্র নন ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা থাকেন। বর্তমানে হস্টেলে থাকা ছাত্ররা ভয় পেয়ে তাঁদের বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। আর মুখ খুললে চলে অত্যাচার। তাই অবিলম্বে সমস্ত হস্টেলকে বহিরাগত মুক্ত করার দাবিতে এদিন তাঁরা ডেপুটেশন দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা এসএফআইয়ের সভাপতি প্রবীর ভৌমিক সহ আরও অনেকে।

উঃ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উঃ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ও সহকারী সভাধিপতি বীনা মন্ডল সহ সকল নির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত হয় বারাসাতের জেলা পরিষদ ভবনের সম্মুখে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উপমুখ্য সচেতক তাপস রায়, ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, সভাধিপতির প্রস্তাবক, জেলা পরিষদের সদস্য অজিত সাহা, সমর্থক তথা বিদায়ী বোর্ডের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, সহ জেলার বিধায়ক ও নির্বাচিত সদস্যরা।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পেলেন লিপিকা বর্মন ঘোষ

নজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর নিজের দুই নাবালক ছেলেকে কাছে টেনে আবেগে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না লিপিকা বর্মন ঘোষ। বুধবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ৩৪ জন সদস্যদের সমর্থন নিয়ে মালদা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটাভুটির মাধ্যমে এদিন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি গঠন হয়। সভাধিপতি হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারী সভাধিপতি হয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন। বুধবার দুপুর ১টায় মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে অতিরিক্ত জেলা শাসক জামিল ফাতেমা জেবা সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতেই এই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিরোধী দল বিজেপির চারজন নির্বাচিত সদস্য এবং কংগ্রেসের পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যরা বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে ভোটাভুটির আবেদন জানান। বিরোধীদের সেই আবেদনের মান্যতা রেখে ভোটাভুটি করা হয়। সেখানে তৃণমূলের ৩৪ জন সদস্যরা সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষকে সমর্থন জানান। এরপরই বিরোধী দলের সদস্যরা কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে যান। উল্লেখ্য, মালদা জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৪৩টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছে ৩৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ৪টি আসন এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৫টি আসন। সভাপতির আসনটি তপশিলি মহিলা সংরক্ষিত থাকায় রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে লিপিকা বর্মন ঘোষকে সভাধিপতি পদে বসানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়। মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই বিরোধীদের কুপোকাত করেই ভোটাভুটির মাধ্যমে ৩৪-৯ ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস মালদা জেলা পরিষদ দখল করে। এদিকে এদিন তৃণমূলের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন

ঘোষ দায়িত্ব পেতেই জেলা পরিষদের বাইরে সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠে দলের নেতাকর্মীরা। একই সঙ্গে সহকারি সভাধিপতির দায়িত্ব পেয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন। তাঁদের দু'জনকে এদিন সংবর্ধনা দেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেন। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন এই লিপিকা বর্মন ঘোষ। পাঁচ বছর তিনি ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনে লড়াই করেন লিপিকা বর্মন ঘোষ।

যাদবপুরের নৈরাজ্য বন্ধ করতে হবে: ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য চলছে, হনুগিরি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। মৃতের পরিবারটা পুরো বিধ্বস্ত, এখন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রয়েছে তাদের। মৃতের পরিবারের পাশে আছে তৃণমূল। এদিন মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে রানাঘাটে তার মামার বাড়িতে আসে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ এবং মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তারা। তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বাড়িতে প্রবেশ করতেই সামনে কান্নাই ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। এরপর বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, পুরো পরিবারটাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে বিধ্বস্ত গোটা পরিবার। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরাও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকিরা কেউ ছাড়া পাবে না। পাশাপাশি তিনি বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর নৈরাজ্য চলছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নিজেকে হনু ভাবে। সেটাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060
9831919791

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজিঃ অফিস: পলাশডিহা, পাঁচগাছিয়া রোড, কন্যাপুর, আসানসোল-৭১৩৩৪১, জেলা বর্ধমান, পঃবঃ
কর্পোরেট অফিস: "কাঞ্চনা বিল্ডিং", ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-৪০০৩০২১২, ইমেল: cs@burnpurcement.com
CIN: L27104WB1986PLC040831

পাবলিক নোটিশ - ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির সদস্যদের **৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম')** বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ১২.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (**"ভিসি/ওএভিএম"**) সুবিধা মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') -এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫, এর সাথে পঠিত এই বিষয়ে সময়ে সময়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সার্কুলার') দ্বারা জারি করা সার্কুলার অনুসারে, এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য।

সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট সহ এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.burnpurcement.com** -এ প্রচারের পরে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এর **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড -এর **www.nseindia.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** -এ পাওয়া যাবে।

[illegible]

কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
পুরো সময়ের ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৮.২০২৩

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI

রেজিস্টার্ড অফিস : "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
টেলি নং (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০ CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে,কোম্পানির ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বেলা ১১:০০টায় ভিডিও কমফারেন্সিং ("ভিসি")/ আদার অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ("দ্য অ্যাক্ট") সমস্ত প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") জেনারেল সার্কুলার নং যথাক্রমে ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ -এর সঙ্গে পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ – কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলারস") কর্তৃক ইসু করা এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ [illegible]

[illegible]

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
নেহা সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি
Membership No.: ACS 27024

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ অগস্ট, ২০২৩

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট ব্রাঞ্চ, ব্রাঞ্চ কোড - (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার - II নিকট
নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৬১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV, [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৯.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সুমন রায়,** পিতা প্রয়াত সুকুমার রায় এবং **শ্রীমতি সংগীতা রায়** স্বামী শ্রী সুমন রায় ঠিকানা শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং - ২ডি, ৩য় তল, বঙ্গ লক্ষ্মী আবাসন, দশদ্রোণ, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৬ আরও স্পেস [illegible]

তাঁদের ডিড বন্ধকের মাধ্যমে জামিনযুক্ত সম্পত্তির বিবরণ

[illegible] সম্পত্তি (জমি) চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট আরএস দাগ নং ১৪০, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : অন্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৪.০৮.২০২৩
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

Ludlow

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯, ভারত। **CIN: L65993WB1979PLC032394**
ফোন: ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ফ্যাক্স নং.: ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.০০টায়** ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/আদার ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ("দি অ্যাক্ট") প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") কর্তৃক ইসুকৃত এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ সার্কুলার") কর্তৃক ইস্যু করা সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সেবি সার্কুলার নং [illegible]

[illegible]

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
রাজেশ কুমার গুপ্তা
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

তারিখ : ১৬ অগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/75/2018 16/06/2023

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী শ্যামল প্রামাণিক

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী শ্যামল প্রামাণিক
[illegible]
(সিডি ২) শ্রীমতি লিপি প্রামাণিক
[illegible]

OA/39/2014

[illegible]

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ২)

চলতি বছরেই অসম থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার হতে পারে আফস্পা

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের

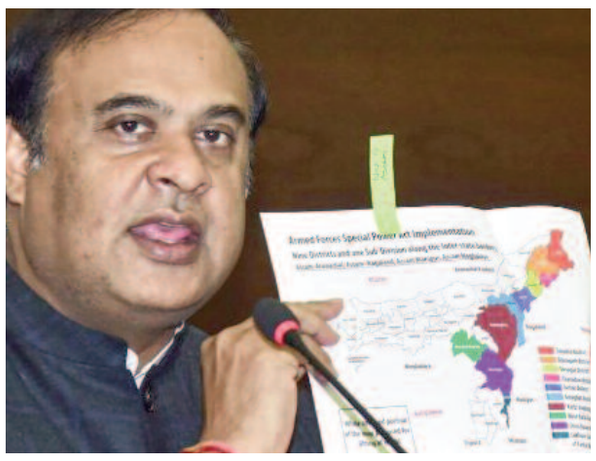

গুয়াহাটি, ১৬ অগস্ট: চলতি বছরের মধ্যেই অসমের সবক'টি জেলা থেকে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' বা আফস্পা প্রত্যাহার করা হবে। মঙ্গলবার ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে এ কথা জানালেন, সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'বর্তমানে অসমের আটটি জেলায় আফস্পা কার্যকর রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, চলতি বছরের মধ্যেই তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়া।'

মণিপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার প্রেক্ষিতে হিমন্তের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জঙ্গি তৎপরতা মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিতে ১৯৫৮ সালে আফস্পা আইন জারি করেছিল কেন্দ্র। গত বছরের গোড়া পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে এখন গোটা অসম, নাগাল্যান্ড, রাজধানী ইম্ফল বাদে মণিপুরের বাকি এলাকা ও অরুণাচলের তিন জেলায় আফস্পা বলবৎ ছিল। এর পর ধাপে ধাপে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের পর্ব শুরু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

গত বছর এপ্রিলে অসমের ২৪টি জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল ওই আইন। এর পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরে গিয়ে বলেছিলেন, 'অসম তথা উত্তর-পূর্বে নাশকতা উল্লেখ যোগ্যভাবে কমেছে। উন্নত হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। তাই অসমের অধিকাংশ জেলা, নাগাল্যান্ড, এবং মণিপুরের বিভিন্ন অংশে আফস্পা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, উত্তর-পূর্বের যে সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বা নাশকতার সমস্যা নেই, সেই এলাকাগুলি থেকে পর্যায়ক্রমে আফস্পা তুলে নেওয়া হতে পারে।

বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে 'সদৈব অটল'-এ শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির

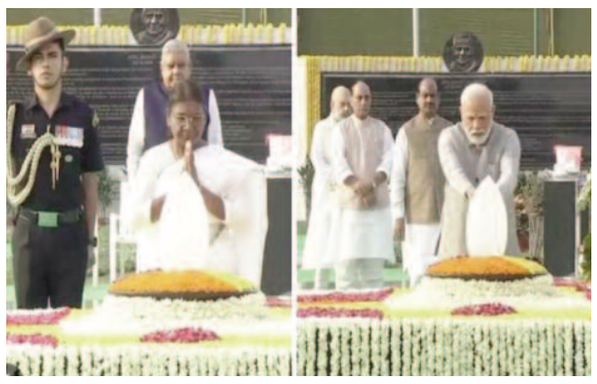

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি এদিন টুইটারেও বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানান মোদি।

বুধবার সকালে দিল্লির অটল সমাধিস্থলে গিয়ে মোদি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পুষ্পস্তবক দিয়ে। তিনি ও রাষ্ট্রপতি ছাড়াও শ্রদ্ধা জানান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দত্তক কন্যা নমিতা কল ভট্টাচার্যও। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিজেপি নেতৃত্ব ছিলেন। পাশাপাশি যাঁরা সদ্য এনডিএ জোটে গিয়েছেন যেমন, এনসিপি ছেড়ে আসা প্রফুল্ল প্যাটেল, অজিত পাওয়ার, হিন্দুস্তান আওয়া মোর্চার প্রধান জিতেন রাম মাঝি ছিলেন। আবার আপনা দল-এর নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, অল ঝাড়খন্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রধান সুদেশ মাহাত, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সাংসদ আগাথা সাংমা, তামিল মানিলা কংগ্রেসের প্রধান জি.কে ভাসানকেও 'সদৈব অটল'-এ দেখা যায়। এছাড়া জেডি (ইউ) প্রধান তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এদিন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে 'সদৈব অটল'-এ যান।

বিরোধী শিবির 'ইন্ডিয়া' জোটকে বিশেষ বার্তা দিতে এদিন বিজেপি 'সদৈব অটল' মঞ্চ বেছে নেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'অটলজি কোটি-কোটি হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন। বেশ কয়েকটি প্রজন্ম তাঁর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে জোটের সংখ্যা বেড়েছে। আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা একসঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করব এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি জিতবেন।'

এদিন মোদিকে টুইট করতে দেখা যায়, 'আমি ভারতের ১৪০ কোটি জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই পুণ্য তিথিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অবিস্মরণীয় অটলজিকে। তাঁর নেতৃত্বের সুফল দারুণ ভাবে পেয়েছে ভারত। দেশের প্রগতিতে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবং বিবিধ ক্ষেত্রে তাকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

শাহী ইদগাহের পাশে উচ্ছেদ অভিযানে স্থগিতাদেশ সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: মথুরায় 'কৃষ্ণ জন্মভূমি' বা শাহী ইদগাহ মসজিদের আশপাশে আগামী ১০ দিন কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

মথুরার বিতর্কিত ইদগাহ মসজিদ চত্বরের আশপাশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযান শুরু করেছিল রেল। ওই এলাকার অন্তত ৩ হাজার বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। বুধবার সেই মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ উচ্ছেদ অভিযানের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। আপাতত ১০দিন ওই এলাকায় কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। এক সপ্তাহ পরে এই মামলার আবার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙার প্রতিবাদে মামলা দায়ের হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। রেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আদালত বন্ধ থাকার দিন বুলডোজার দিয়ে অন্তত ১০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। আবেদনকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, এখনও ওই এলাকায় ৭০-৮০ টি বাড়ি অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আশপাশের অন্য বাড়িগুলি ধ্বংস হওয়ার কারণে সেগুলির উপরেও প্রভাব পড়েছে। যেহেতু আদালত বন্ধ থাকার দিনে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছিল তাই এই বিষয়টিতে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেন আবেদনকারীরা।

বুধবার শুনানির পরেই শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, আগামী ১০ দিনের জন্য মসজিদ এলাকায় সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো যাবে না। কেন্দ্রকেও নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত। আগামী সপ্তাহে ফের এই মামলার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিকদের একাংশের দাবি মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদ এলাকাটি আসলে ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান। এই দাবিতে আদালতে মামলা চলছে।

উপত্যকায় জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল

উচ্ছ্বসিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উড়ছে জম্মু-কাশ্মীরের নানা জায়গায়। বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন উপত্যকার সাধারণ মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় পদযাত্রাও হয়েছে। এতে উচ্ছ্বসিত জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিং। একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'শ্রীনগরে জাতীয় পতাকা নিয়ে পদযাত্রাই প্রমাণ করছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে সমগ্র উপত্যকা।' প্রধান বিচারপতির সংযোজন, 'শান্তি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত ২ বছরে কাশ্মীর যে অনেকটাই এগিয়েছে, তা প্রমাণিত।' প্রধান বিচারপতি বলেন, এ ভাবেই এই সুন্দর জায়গা এবং এখানকার মানুষ এগিয়ে চলুন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাশ্মীরের লালাচক পদযাত্রায় অংশ নেন জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করছে এখন। যে ধরনের কার্যকলাপ চলছে, তাতে আমি নিশ্চিত যে, আমরা ভাল ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। দেশের স্বাধীনতা উদযাপনে উপত্যকার মানুষ অংশ নিচ্ছেন, এটা সবার জন্য ভাল ইঙ্গিত।' প্রধান বিচারপতির দাবি, এখন উপত্যকায় প্রচুর পর্যটক আসছেন। তাঁদের ভিড় লেগেই আছে। এবং মানুষ ভয়ডরহীন ভাবে জম্মু-কাশ্মীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেড়ানোর শেষে খুশি মনে বাড়ি ফিরছেন।

আসলে স্বাধীনতা দিবসের জম্মু-কাশ্মীর মানেই নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি দেখা গিয়েছে। এমনকী, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রেও বহু বিধিনিষেধ থাকত। সেখানে জাতীয় পতাকা নিয়ে পদযাত্রার কথা ভাবাই যেত না। এ বার সেই ছবির বদল চোখে পড়েছে। বস্তুত, ২০১৯ সালের অগস্টে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের পর সেখানে অবস্থা স্বাভাবিক বোঝাতেই উপত্যকা জুড়ে এই বিশাল পতাকা উত্তোলনের আয়োজন হয়।

কোটায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত, চলতি বছরে মৃত ২২

কোটা, ১৬ অগস্ট: রাজ্য সরকারের একাধিক পদক্ষেপের পরেও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত রাজস্থানের কোটায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে আত্মঘাতী হন আইআইটি প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরও এক পড়ুয়া! দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ। চলতি মাসে এই নিয়ে চতুর্থ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কোটায়। ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর আঠারোর মৃত ছাত্রের নাম বাল্মীকি জঙ্গীদ। তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা। কোটার কোচিং সেন্টারে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। লক্ষ্য ছিল আইআইটিতে ভর্তি হওয়া। বছর খানেক আগেই কোটার মহাবীর নগর এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেন বাল্মীকি।

চলতি বছরের পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত ২২ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন কোটায়। আইআইটি থেকে শুরু করে মেডিক্যাল, একাধিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে কোটায় যান মেধাবী পড়ুয়ারা। কিন্তু তারপরেই একের পর এক পড়ুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার খবর মেলে। গত মাসেই উত্তরপ্রদেশের রামপুরের আরও এক পড়ুয়া মেডিক্যালের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আত্মঘাতী হন। লক্ষ্য ছিল ভারতের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটিতে সুযোগ করে নেওয়া। সেই কারণেই কোটার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন। মাস দুয়েক আগেই কোটায় এসেছিল সে।

কোটার কোচিং সেন্টারগুলির কথা মাথায় রেখে বিশেষ আইন আনার কথা ভাবছে রাজস্থান সরকার। পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আগেই একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। ওই পরীক্ষায় পরখ করা হবে, নির্দিষ্ট ছাত্রটি আদৌ পরবর্তী কঠিন পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে তৈরি কিনা।

মঙ্গলবার গভীর রাতে আত্মঘাতী হন আইআইটি প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরও এক পড়ুয়া! দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ। চলতি মাসে এই নিয়ে চতুর্থ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কোটায়। ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর আঠারোর মৃত ছাত্রের নাম বাল্মীকি জঙ্গীদ। তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা।

কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ সহ্য না করতে পেরে উত্তর কোরিয়ায় পালাল মার্কিন সেনা

ওয়াশিংটন, ১৬ অগস্ট: মার্কিন ফৌজে চরমে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ! সেনায় বৈষম্য ও অমানবিক আচরণ সহ্য করতে না পেরেই নাকি পালিয়ে এসেছেন ইউএস আর্মির সদস্য ট্র্যাভিস কিং। এমনটাই দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া।

গত জুলাই মাসে সাউথ কোরিয়া সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ায় ঢুকে পড়েন মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য ট্র্যাভিস কিং। কমিউনিস্ট দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ সূত্রে খবর, আপাতত বছর তেইশের ওই মার্কিন সেনাকে হেপাজতে নিয়েছে উত্তর কোরিয়ার সেনা। জেরায় কিং নাকি জানিয়েছেন, মার্কিন ফৌজে চরমে পৌঁছেছে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ। সেনায় বৈষম্য ও অমানবিক আচরণ সহ্য করতে না পেরেই তিনি পালিয়ে এসেছেন। কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'উত্তর কোরিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চেয়েছেন ট্র্যাভিস কিং। বৈষম্যে পূর্ণ মার্কিন সমাজে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে।'

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, ট্র্যাভিস কিং হেপাজতে রয়েছে বলে এই প্রথম সরাসরি স্বীকার করল উত্তর কোরিয়া। তবে গত মাস থেকেই এনিয়ে তুমুল চাপানউতোর চলছে পিয়ংইয়ং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে। কিংকে মুক্ত করানোর চেষ্টা করলেও পথ যে সহজ নয় তা বুঝতে পেরেছে বাইডেন প্রশাসন। পেন্টাগনের এক মুখপাত্রের কথায়, আমরা তাঁকে (ট্র্যাভিস কিং) নিরাপদে ফেরানোর চেষ্টা করছি। এখন এটাই আমাদের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, সীমান্ত পেরনোর আগে ফৌজের নির্দেশ মোতাবেক দক্ষিণ কোরিয়ায় মোতায়েন ছিলেন ট্র্যাভিস কিং। তবে সে দেশে মারামারির একটি ঘটনায় তাঁকে দু'মাস জেলে থাকতে হয়েছে। আমেরিকায় ফিরে কিংকে অনুশাসন ভঙ্গের মামলার মুখোমুখি হতে হত। কিন্তু তাঁর আগেই সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়া চলে যান কৃষ্ণাঙ্গ ওই সেনা।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে মিনিয়াপোলিসের পুলিশ আধিকারিক ডেরেক শভিনের হাঁটুর চাপে প্রাণ হারান কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড। এর পরই গোটা বিশ্বে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন শুরু হয়। সেই চাপে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের ২০ বছরের জেল হয়। বিশ্লেষকদের মতে, পরোক্ষে সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে মার্কিন সেনার অন্দরে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে কিমের দেশ।

ইসলামি ব্যবস্থার বিরোধিতার প্রোপাগান্ডা, পরিচালক ও প্রযোজকের ছয়মাসের জেল

তেহরান, ১৬ অগস্ট: কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছিল তাঁর সিনেমা। সমালোচকদের পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু সেই সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজককে ছয়মাসের জন্য জেলে পাঠাল ইরানের প্রশাসন। কারণ ইসলামি ব্যবস্থার বিরোধিতার 'প্রোপাগান্ডা' ছড়িয়েছে এই ছবি। প্রসঙ্গত, গত বছর মুক্তি পেয়েছিল লেইলা'স ব্রাদার্স নামে এই ছবিটি। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরেই গোটা দেশে নিষিদ্ধ হয় লেইলা'স ব্রাদার্স।

ইরানের রাজধানী তেহরানে সাংঘাতিক অর্থকষ্টের মধ্যে একটি পরিবার জীবনযাপন করে, সেই ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়। সইদ রুস্তাই নামে এক পরিচালকের ছবিটি ২০২২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত হয়। সমালোচকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি পুরস্কারও জেতে এই ছবি। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তুকে একেবারেই ভালো চোখেনি ইরানের প্রশাসন। গোটা দেশে ছবিটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে দেখানো হয় লেইলা'স ব্রাদার্স। এহেন পরিস্থিতিতে ছবির পরিচালক রুস্তাই ও প্রযোজক জাভাদ নরুজবেগির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনে ইরানের প্রশাসন। রাষ্ট্রের অনুমতি না নিয়েই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছবি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে দু'জনের বিরুদ্ধে। তাছাড়াও দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সুপারিশ অনুযায়ী ছবিতে কাটছাঁট করেননি ছবির পরিচালক। এই ছবিতে ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়ানোরও অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন পরিচালক ও প্রযোজক।

বুধবারই জানা যায়, ইসলাম বিরোধী আচরণের শাস্তি হিসাবে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে দু'জনকে। তবে এই শাস্তির পুরো মেয়াদ গারদের ভিতরে থাকতে হবে না তাঁদের। আপাতত ন'দিনের জন্য তাঁদের জেলে পাঠানো হবে। তারপর পাঁচ বছরের জন্য সাসপেন্ড থাকবেন তাঁরা। সেই সময়ের মধ্যে ফিল্মমেকিং নিয়ে বিশেষ কোর্স করতে হবে তাঁদের। দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে ছবি বানানো শিখতে হবে। এছাড়াও অন্য কোনও পরিচালক বা প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না তাঁরা।

লিঙ্গবৈষম্য রুখতে ৪০টি শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক শধ আর ব্যবহার করা যাবে না আদালতে। মহিলাদের পক্ষে অসম্মানজনক শধও আদালতে উল্লেখ করা যাবে না। আইনি ভাষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে নয়া পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার নতুন হ্যান্ডবুক প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, আগে বহুবার সুপ্রিম কোর্টে এই শধগুলি মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪০টি শধ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

নিষিদ্ধের তালিকায় রয়েছে প্রস্টিটিউট, হোর, হুকার, মিসট্রেস-এর মতো দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত শধ। তাছাড়াও যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অসম্মানজনক শধ উল্লেখ করা যাবে না। কোনও মহিলার সতীত্বের বিবরণও দেওয়া যাবে না আদালতে। কোনও মহিলাকে ভারতীয় বা পশ্চিমি হিসাবে আলাদা করে অভিহিত করা যাবে না, সকলকেই শুধুমাত্র মহিলা বলে সম্বোধন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে প্রকাশিত নতুন হ্যান্ডবুকে এমন ৪০টি শধের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহৃত হবে না। সেখানে রয়েছে পরকীয়া, মেয়েলি, বাধ্য স্ত্রী, হরমোনাল শধগুলি।

বুধবার এই হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। গত মার্চ মাসেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক শধের ব্যবহার নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি। নতুন হ্যান্ডবুক প্রকাশ করে চন্দ্রচূড় বলেন, 'এই শধগুলি একেবারেই অনৈতিক। মহিলাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে শধগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনও সাধারণ মানুষের মতোই বিচারকরাও নিজেদের অজান্তেই লিঙ্গবৈষম্যমূলক শধ ব্যবহার করে ফেলেন। কিন্তু সেই ভুলের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকতে পারে।'

তবে প্রধান বিচারপতি জানান, পূর্ববর্তী বিচারপ্রক্রিয়া বা তার রায়ের বিচার করা এই হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে বিচারপ্রক্রিয়ায় যেভাবে লিঙ্গবৈষম্যমূলক শধ ব্যবহার হয়েছে, সেটাই তুলে ধরবে এই হ্যান্ডবুক। বিচারপতিরা যদি সঠিক বিচারও করেন, তাহলেও তাঁদের শধপ্রয়োগের কারণে সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছড়াতে পারে।

ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত মায়ানমার, ভূমিধসে মৃত অন্তত ২৫

নেইপেইদ, ১৬ অগস্ট: ভয়াবহ ভূমিধস মায়ানমারের খনিতে। যার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৫ জন। নিখোঁজ ১৪। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা উদ্ধারকারী দলের।

গত কয়েকদিন ধরেই ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত মায়ানমার। বিভিন্ন অঞ্চলে হড়পা বান, ভূমিধসের মতো বিপর্যয় ঘটেছে। এর আগে কাচিনের হাপাকান্ট এলাকা থেকেও ভূমিধসের খবর মিলেছিল। এবার জানা গেল, সেখানকার এক জেডপাথরের খনিতেও ধস নেমেছে। জানা গিয়েছে, যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন খনিতে বহু শ্রমিক কাজ করছিলেন। এখনও পর্যন্ত ২৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সংবাদ সংস্থার এক উদ্ধারকর্মী জানান, আমরা ২৫ জনের দেহ উদ্ধার করেছি। এখনও ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, মায়ানমারের উত্তরাংশ জেডপাথর-সহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মূল্যবান কাঠ, সোনা এখানে পাওয়া যায়। সে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে এই খনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক সময় এই অংশের দখল নিতে গৃহযুদ্ধও বেঁধেছিল। প্রসঙ্গত, অতীতেও মায়ানমারে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালের নভেম্বরে ধসের জেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১৩ জন। ২০২০ সালের জুলাইয়ে একই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৬২ জনের।

সংশোধনী

গত ১৫.০৮.২০২৩ -এ প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড -এর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলে ক্রম নং ৮ শেয়ার প্রতি আয় -র অন্তর্গত ক) মৌলিক ও খ) মিশ্রিত -এর দ্বিতীয় কলামে (তিন মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ (নিরীক্ষিত)) (১.১৪) ও (১.১৪) -এর পরিবর্তে যথাক্রমে "(০.১৪)" ও "(০.১৪)" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No.- 07/2023-24
Memo No. 2265/GM Dated : 16.08.2023
1st call for e-NIT 07/2023-24 is invited by this Municipal Authority for different development works in different wards under Guskara Municipality. **Last Date of Submission of e-tender is 11.09.2023 up to 12.00 P.M.** for details visit **www.wbtenders.gov.in, http://www.guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

Press Notice
Tenders are hereby invited for execution 14 nos. different schemes on Plantation under Kumari & Chaka Deorang Watershed **(WDC2.0/ 08/ 2021-22), Puncha Block in the district of Purulia**. For details, please contact/visit office of the PIA Kumari & Chaka Deorang Watershed, Puncha. Last date of Tender Paper submission is **25-08-2023 till 2 P.M.**
Memo No. 86/PIA WDC2.0/08/2021-22
Sd/-
Assistant Director of Agriculture Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang

OFFICE OF THE TENTULIA GRAM PANCHAYAT
P.O-TENTULIA DIST:- MURSHIDABAD
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
CORRIGENDUM
As per decision of the Tender Inviting Committee, the partial modification of below mentioned NieTs for last date & time of bid submission will be given below.

1) NieT 001/23-24/UNTIED/TGP	Memo-338/TGP	DATED 04/08/2023
2) NieT 002/23-24/TIED/TGP (2ND CALL)	Memo No.-339/TGP	DATED 04/08/2023
3) NieT 003/23-24/TIED/TGP (2ND CALL)	Memo No-340/TGP	DATED 04/08/2023
4) NieT 004/23-24/UNTIED/TGP	Memo No.-341/TGP	DATED 04/08/2023
5) NieT 005/23-24/TIED/TGP	Memo-342/TGP	DATED 04/08/2023

1. Date& Time Schedule :-
i) Last Date & Time of Bid submission for **NIeT-001,002,003,004 - Upto 24/08/2023 up to 17:00,** Date of Technical Bid Opening :- **25/08/2023**
ii) Last Date & Time of Bid submission for **NIeT-005 - Upto 04/09/2023 up to 17:00, Date** of Technical Bid Opening- **05/09/2023**
All others term & condition will be remain same.
Prodhan
Tentulia G.P.
M-J Block, Murshidabad

এএফসি কাপের যোগ্যতা অর্জনে পর্বে নেপালের মাচিন্দ্রা এফসিকে হারাল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডার্বি হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। এএফসি কাপের ম্যাচে নেপালের মাচিন্দ্রা এফসিকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল জুয়ান ফেরান্দোর দল। মোহনবাগানের হয়ে প্রথম বার গোল করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেমস কামিংস। অপর গোলদাতা আনোয়ার আলি। তিনি দু'টি গোল করলেন। প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের পরের ম্যাচ ২২ অগস্ট ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জিততে পারলেই এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বে খেলতে পারবে মোহনবাগান।

বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। নেপালের ফুটবলারদের তেমন সুযোগ দেননি তাঁরা। প্রথম মিনিটেই গোল করার সুযোগ পেয়ে যায় মোহনবাগান। কিন্তু বাইরে বল মারেন আশিক কুরুনিয়ান। ডার্বির মতো এ দিনও মোহনবাগান আক্রমণের জন্য মাঠের দুই প্রান্ত ব্যবহার করে বেশি। ৭ মিনিটে শুভাশিস বসু, অনিরুদ্ধ থাপা, ব্রেন্ডন হ্যামিলদের বোঝাপড়ায় আক্রমণ গড়ে তোলে মোহনবাগান। এ ক্ষেত্রেও সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আশিক। অন্য দিকে, ছোট ছোট পাস খেলে আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করছিলেন মাচিন্দ্রার ফুটবলারেরা। কিন্তু মোহনবাগান বক্সে ঢোকার আগেই খেই হারিয়ে ফেলছিলেন তাঁরা। খেলার রাশ দখলে রাখলেও মোহনবাগানকে প্রথম গোল পেতে অপেক্ষা করতে হল ৩৯ মিনিট পর্যন্ত। হুগো বুমোসের কর্নারে হেড করে গোল করেন আনোয়ার। এর আগে অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার একাধিক সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। বড় ম্যাচে নজর কাড়তে ব্যর্থ অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার গোল পেলেন বুধবার। ৬৫ মিনিটে মোহনবাগানের জার্সি গায়ে প্রথম গোল পেলেন তিনি। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর কিছুটা সময় নষ্ট করার মনোভাব তৈরি হয় মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে। সেই সুযোগে ৭৮ মিনিটে একটি গোল শোধ করে নেপালের ক্লাবটি। তাতে অবশ্য মোহনবাগানের জয় আটকায়নি। ৮৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে মোহনবাগানের জয় নিশ্চিত করেন আনোয়ার। দিমিত্রি পেত্রাতোসের ফ্রি কিকে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তিনি। এএফসি কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে মোহনবাগানের পরের ম্যাচ ২২ অগস্ট। ঢাকা আবাহনীর বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ জিতলে প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তবে এ দিন মোহনবাগান ফুটবলারদের সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী চিন্তায় রাখতে পারে কোচ ফেরান্দোকে।

বিশ্বকাপের আগে অবসর ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে ফিরছেন স্টোকস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওডিআই বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে খুশির হাওয়া। বিরাট চমক নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইসিবি। আর সেখানেই চমক। অবসর ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। ভারতের মাটিতে অক্টোবরে শুরু হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের আগে যা ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য বিরাট খুশির খবর।

বেশ কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, বিশ্বকাপে খেলার জন্য বেন স্টোকসকে অনুরোধ জানাতে চলেছেন জস বাটলার। তখন থেকেই মনে করা হচ্ছিল অবসর ভেঙে ইংল্যান্ড টিমে এ বার ফিরতে চলেছেন তারকা অলরাউন্ডার স্টোকস। প্রত্যাশামতোই ইংল্যান্ড টিমে ফিরলেন স্টোকস। সেপ্টেম্বরের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। সেই ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন স্টোকস। কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের কোচ ম্যাথু মট জানিয়েছিলেন, ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড চায় ওডিআই ফর্ম্যাটে অবসর ভেঙে টিমে ফিরুন স্টোকস। তিনি ফিরলেন। আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ১৩ মাস পর সিদ্ধান্ত বদল করলেন স্টোকস।

স্টোকসের ইংল্যান্ড টিমে প্রত্যাবর্তন নিয়ে ইংল্যান্ডের পুরুষদের জাতীয় দলের নির্বাচক লুক রাইট বলেন, 'বেন স্টোকস জাতীয় দলে ফিরেছে। ওর ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা সকলেই উপভোগ করবে। আমি নিশ্চিত যে ওর প্রত্যেক ভক্ত ওকে আবারও ইংল্যান্ডের ওয়ান ডে জার্সিতে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হবে।' চোট কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা জোফ্রা আর্চারের এখনও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়নি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্যের ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে সারে থেকে আনক্যাপড ক্রিকেটার গাস অ্যাটকিনসন জায়গা পেয়েছেন। এই ডানহাতি জোরে বোলারের ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ৪৩টি সাদা বলের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি লিস্ট-এ এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৬০টি উইকেট নিয়েছেন। আশ্চর্যজনক ওডিআই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন হ্যারি ব্রুক। যিনি মাত্র তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলে টিম থেকে বাদ পড়েছেন। ব্রুক চলতি বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলেছিলেন।

ডার্বি জিতে মোহনবাগান ক্লাবকে গালিগালাজ, জনসমক্ষে শাস্তি পেলেন সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ডার্বি মানেই আলাদা উত্তাপ-উত্তেজনা। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, হাতাহাতি, এই সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত বাংলার ফুটবল। বড় ম্যাচের আগে এবং পরের উত্তাপ আলাদা করে বলার কিছু নেই। নিজের প্রিয় দল জিতলে তো কোনও কথা নেই, হারলেও বিপক্ষ দলের সমর্থকদের বিদ্রুপ থেকে রক্ষা পাওয়া দায়। এমনটা প্রতি ডার্বিতেই ঘটে থাকে। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে বা রাস্তায় এমন ঘটনা দেখা মেলে।

এবারের ডার্বিতেও তা ব্যতিক্রম হয়নি। মরশুমের প্রথম ডার্বি বলে কথা, এই ম্যাচকে ঘিরে আলাদা উত্তাপ থাকবে, তা আগে থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। কারণ ম্যাচের আগে টিকিটের চাহিদা ছিল চরম। ফলে তখনই বোঝা যায় এই বড় ম্যাচের উন্মাদনা কতটা। আর মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচ জিতে নেয় ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ আট ডার্বি হারের পর নবম ডার্বিতে জয় পায় লাল-হলুদ। ১-০ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ইস্টবেঙ্গল।

ফলে দীর্ঘদিন পর মোহনবাগানকে হারানোর ফলে লাল-হলুদ সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল চরমে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই আবেগের বাঁধ অনেক জায়গাতেই ভেঙে যায়। ইতিমধ্যে একাধিক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা মোহনবাগান টিমবাসে থাকা ফুটবলারদের গালিগালাজ করছেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। এছাড়াও অন্য একটি ভিডিয়োতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে একজন লাল-হলুদ সমর্থক মোহনবাগান ক্লাবের সামনে এসে অকথ্য ভাষায় গালিহগালাজ করছেন। কয়েকজন সবুজ-মেরুন সমর্থক তাঁকে ধরে ফেলেন এবং ওই সমর্থক স্বীকার করেন যে তিনি ভুল করেই এই কাজটি করেছেন। বাগান সমর্থকদের চাপে ওই লাল-হলুদ সমর্থককে নাক খত দিইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই সমর্থক নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে তিনি মোহনবাগান ক্লাবকে গালাগালি দিয়েছিলেন। এই কাজটি তাঁর করা একেবারেই উচিত হয়নি। শাস্তিস্বরূপ মোহনবাগান সমর্থকেরা তাঁকে নাক খত দেওয়ায়। অবশেষে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ওই জায়গায় চলে আসেন। গোটা ঘটনাটি শুনে তিনি ওই লাল-হলুদ সমর্থককে সরিয়ে নিয়ে যান। যাওয়ার আগে ওই ইস্টবেঙ্গল সমর্থক কেঁদেও ফেলেন। তবে এই ঘটনায় অনেকেই যেমন বাগান সমর্থকদের প্রশংসা করেছেন, ঠিক তেমনই অনেকে অভিযুক্ত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়েছে। যদিও অনেকেরই বক্তব্য লড়াইটা মাঠের মধ্যেই থাকা ভালো। মাঠের বাইরে একেবারেই আশা উচিত নয়।

আইরিশদের বিরুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুতি শুরু বুমরা-রিঙ্কুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শীঘ্রই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরার। মাঝে আর একটা দিন। ১৮ অগস্ট আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে মেন ইন ব্লুর জার্সিতে জাতীয় দলে ফিরতে চলেছেন বুমরা। আইরিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় টিমকে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার এ বারের আয়ার্ল্যান্ড সফরে গিয়েছেন। আইরিশদের বিরুদ্ধে নামার জন্য ডাবলিনে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন জসপ্রীত বুমরা, রিঙ্কু সিংরা।

ডাবলিনে মেন ইন ব্লু আয়ার্ল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে। তারই বেশ কয়েকটি ছবি বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। নেতা হিসেবে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে জসপ্রীত বুমরার। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ভ (যা টুইটার নামে পরিচিত) এ একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, 'জসপ্রীত বুমরাকে অ্যাকশনে দেখার জন্য কতটা তৈরি?' এখানেই শেষ নয়, ভ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে জসপ্রীত বুমরার নেটে বোলিংয়ের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। তার ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'যে মুহূর্তটির জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। জসপ্রীত বুমরাকে আবার আগের মতো ছন্দে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে যেভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্থ।'

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৫এর পর ২০১৯; পরপর দুটি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল ইংল্যান্ড। তবে টানা তৃতীয় সেমিফাইনালে আর আক্ষেপের গল্প নয়, ইংল্যান্ডের মেয়েরা লিখল প্রাপ্তির গল্প। যে গল্প প্রথমবার ফিফা নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার।

আজ সিডনির অলিম্পিক স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে ৩,১ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আগামী রোববার বিশ্বকাপ শিরোপার লড়াইয়ে ইংলিশদের প্রতিপক্ষ আরেক ইউরোপীয় দেশ স্পেন। ফিফা র্যা ঙ্কিংয়ের চার নম্বরে থাকা ইংল্যান্ড তিনবারের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালিস্টের পাশাপাশি ইউরোপীয় ফুটবলের বর্তমান চ্যাম্পিয়নও। তুলনায় ১০ নম্বর র্যা ঙ্কিংয়ের অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জায়গা করেছিল এবারই প্রথম। তবে আজকের ম্যাচে স্যাম কারদের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে ছিল গ্যালারির বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিতি।

এশিয়া কাপে ভারতের একাদশে কেএল রাহুলকে দেখছেন না শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন এশিয়া কাপে কি খেলবেন লোকেশ রাহুল? বিসিসিআই যতদিন না এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা করছে, এর উত্তর পাওয়া মুশকিল। নানা মুনির নানা মতের মতো, লোকেশ রাহুলকে নিয়ে নানা মতামত দিচ্ছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বর্তমানে ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা ক্রিকেটার লোকেশ রাহুলকে নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। শাস্ত্রীর মতে, আসন্ন এশিয়া কাপে ভারতের একাদশে থাকবেন না লোকেশ রাহুল। কোন যুক্তিতে এমন কথা বললেন শাস্ত্রী?

থাই মাসেলে চোট পাওয়া পর অস্ত্রোপচার করাতে হয়ে কেএল রাহুলকে। এর পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন লোকেশ রাহুল। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে রয়েছেন। সেখানে তিনি নেটে ব্যাটিং, উইকেট কিপিং অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রস্তুতি ম্যাচেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। যদিও এখনও তাঁর এশিয়া কাপে এবং ওডিআই বিশ্বকাপে ফেরা নির্ভর করতে তাঁর ফিটনেসের উপর।

সম্প্রতি স্টার স্পোর্টসের এক শো-তে রবি শাস্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন আসন্ন এশিয়া কাপে লোকেশ রাহুলের ভারতের একাদশের অংশ হওয়া উচিত নয়। বরং শাস্ত্রী এই ইভেন্টে তাঁর পছন্দের উইকেট কিপার হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঈশান কিষাণকে। আসলে রবি শাস্ত্রী চান ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যেন রাহুলকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত না নেয়। এই নিয়ে শাস্ত্রী বলেন, 'এমন একজন প্লেয়ার, যে চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছে তাকে এশিয়া কাপে ভারতের একাদশে ভাবাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। চোট সারিয়ে ফেরার পর অনেক ক্রিকেটারের নড়াচড়া করতে সমস্যা হয়।'

কেরিয়ারের দ্বিতীয় 'দীর্ঘতম' গোল মেসির, ফাইনালে দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিএসজি ছেড়ে এই মরশুমে আমেরিয়ার ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্তাইন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি। আর সেই ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে চলেছেন লিও। প্রতি ম্যাচেই গোল করছেন তিনি। সেই সঙ্গে গোল করাচ্ছেনও। বলা ভালো মিয়ামিকে এক অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন মেসি। ইতিমধ্যেই তিনি এই মরশুমে মিয়ামির হয়ে সর্বোচ্চ গোলও করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, এই ম্যাচে অর্থাৎ ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬.৩ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত গোল করলেন আর্জেন্তাইন অধিনায়ক। তাঁর কেরিয়ারে এত দূরত্ব থেকে গোল এর আগে একবারই রয়েছে। বার্সেলোনার হয়ে ৩৮.৮ গজ দূর থেকে গোল করেছিলেন তিনি। ২০১২ সালে মালোরকার বিরুদ্ধে। এবার মিয়ামির হয়ে এত দূরত্ব থেকে গোল করলেন এই কিংবদন্তি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সেই গোলের ভিডিয়ো এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

দাঁড়িয়ে থাকা গোলরক্ষক কিছুই করতে পারেননি। তিনি যে বড় শট মেরে গোল করেছেন এমনটা নয়। দূর থেকে শট নেন কিন্তু তা বল গড়াতে গড়াতেই জালে জড়িয়ে যায়। যদিও এত দূর থেকে গোল স্বাভাবিক ভাবেই খুশি মেসি সমর্থকরা। সেই সঙ্গে এই ম্যাচে ফিলাডেলফিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ইন্টার মিয়ামি। এই ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় মিয়ামি। ম্যাচের একেবারে শুরুতেই অর্থাৎ মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় জোসেফ মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মিয়ামি। ব্যাস! সেখান থেকেই শুরু হয় মেসিদের দাপট। বিপক্ষ দলের ফুটবলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করতে থাকে। তবে মেসি এদিন মাত্র একটি গোলই করেছেন। ২০ মিনিটের মাথায় বিশ্বমানের গোলটি করেন মেসি। সেই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই মিয়ামির ফাইনালের রাস্তা কার্যত খুলে যায়। এখানেই থেমে থাকেননি তারা প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে আরও একটি গোল করে মিয়ামি। ইঞ্জুরি টাইমে জর্ডি আলবা মিয়ামির তৃতীয় গোলটি করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ায় জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আর কোনও উপায় ছিল না ফিলাডেলফিয়ার। যদিও দ্বিতীয়ার্ধেও ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে মিয়ামি। তবে ৭৩ মিনিটের মাথায় ফিলাডেলফিয়ার অ্যালেজান্দ্রো বেদওয়া গোল করে ব্যবধান কমান। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। কারণ ৮৪ মিনিটের মাথায় ডেভিড রুইজ মিয়ামির হয়ে গোল করে ফলাফল ৪-১ করেন। এরপর আর কোনও দলই গোল করতে না পারায় ম্যাচ জিতে নেয় মিয়ামি। সেই সঙ্গে ফাইনালে চলে গেল তারা।

রোনাল্ডো-মেসির পর ইউরোপ ছাড়লেন নেইমারও, সৌদির আল হিলালে সই করলেন ব্রাজিলীয় তারকা

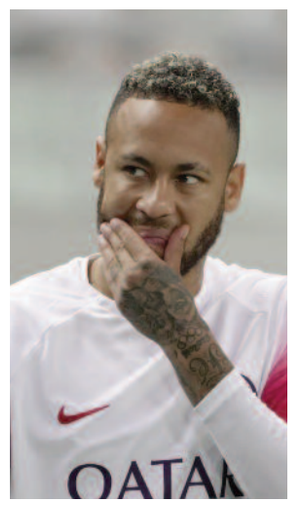

নিজস্ব প্রতিনিধি: তারকা ফুটবলারদের নতুন ঠিকানা এবার সৌদি আরব। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এসেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে একে একে সৌদি আরবে এসেছেন করিম বেঞ্জিমা, সাদিও মানেরা।

এবার নেইমারের নতুন ঠিকানা সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। মোট চুক্তির অর্থ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার।

ইউরোপের লিগ ধীরে ধীরে তারকা হারাচ্ছে। উলটে উঠে আসছে সৌদি প্রিমিয়ার লিগ। একাধিক তারকাদের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই সৌদি লিগ সবার নজরে।

৯ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফির বিনিময়ে আল হিলালে গেলেন নেইমার। এমনটাই খবর। এর সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য শর্তও। যার ফলে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। আল হিলালের সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি ব্রাজিলীয় তারকার। দরকার হলে আরও এক বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতেই পারেন নেইমার।

একসময়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির সঙ্গে একই বন্ধনীতে বসানো হত নেইমারকে। কিন্তু চোটআঘাত এবং অন্যান্য কারণে নেইমার ক্রমশ পিছিয়ে পড়েন দুই কিংবদন্তির থেকে। মেসির সঙ্গে একই ক্লাবে খেলেছেন নেইমার। এবার ইউরোপ ছাড়লেন তিনি। বিশাল অর্থের জন্যই নেইমারের এই পদক্ষেপ বলে মনে করেন অনেকে। পিএসজি যে ছাড়বেন নেইমার, তা অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল।এবার তা হল। প্যারিস সাঁজ জাঁর জার্সি পরে পাঁচ বার লিগ ওয়ান জিতেছেন নেইমার। ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালেও ওঠেন। ২০১৭ সালে পাহাড়প্রমাণ ট্রান্সফার ফি-র বিনিময়ে বার্সা থেকে প্যারিস সাঁ জাঁ-য় গিয়েছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা। ট্রান্সফার ফি-র দিক থেকে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা।

২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোর বিনিময়ে বার্সেলোনা থেকে পিএসজি-তে নেইমার গিয়েছিলেন। ইটালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো টুইট করে জানিয়েছেন, দ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত আল হিলালে চুক্তি নেইমারের। আল হিলালে ১০ নম্বর জার্সি পরবেন নেইমার। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আল হিলালের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করানো হবে নেইমারকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**